শুহাদায়ে কারবালা



আবূআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুলহুদা

ইমাম মদীনা মসজিদ, নিউইয়র্ক।

শুহাদায়ে কারবালা

- আবূআব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুলহুদা।

প্রকাশনায় : ইসলামিক সুন্নী উম্মাহ ইন ইউ, এস, এ, ইনক।

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ : মুহররম, ১৪১৮ হিজরী।

মে, ১৯৯৭ ইং।

হাদিয়াঃ $ 2.00 দুই ডলার মাত্র।

SHUHADA-E-KARBALA ,BY ABU ABDILLAH MUHAMMAD AINULHUDA. IMAM MADINA MASJID, NEW YORK. TEL: 212-358-9443. PUBLISHED BY ISLAMIC SUNNI UMMAH IN USA INC. TEL: 212-477-8816.



আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুলহুদা
ইমাম মদীনা মসজিদ,
নিউইয়র্ক।

প্রকাশনায় : ইসলামিক সুন্নী উম্মাহ ইন ইউ, এস, এ, ইনক।
71 1st Ave, New York, NY- 10003.
Tel: 212-477-8816.

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের, দরুদ ও সালাম তাজদারে মদীনা, নবী মুস্তাফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুলহুদার লেখা শুহাদায়ে কারবালা প্রকাশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। উত্তর আমেরিকায় ইসলামী সাহিত্যের অভাবের কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এখানে মুসলমান মাত্রই একথা স্বীকার করবেন যে, আমাদের বর্তমান সমাজে ইসলামী সাহিত্যের প্রয়োজন অপরিসীম। এদৃষ্টিকোণ থেকে এই বই প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও ইসলামী সাহিত্যের অভাব পূরণের মেহনতে শরীক হতে পারলাম বলে আবার মহান প্রতিপালকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আগামীতেও এধরনের যে কোন লেখকের যে কোন লেখা যদি আমাদের হস্তগত হয় তবে প্রকাশনার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন।

নবী দৌহিত্র, মা ফাতিমার নয়ণমনি হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেছিলেন ঐতিহাসিক কারবালা ময়দানে। আহলে বাইতের মুহাব্বাত আমাদের ঈমানের অংশ। তাই সকল রাসূল প্রেমিক ও সাহাবা প্রেমিকদের জন্য বইটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমরা মনে করি।

আল্লাহ হাফেজ।

প্রফেসর মুহাম্মাদ ফজলুল কাদের।

প্রেসিডেন্ট

ইসলামিক সুন্নী উম্মাহ ইন ইউ, এস, এ, ইনক।

সূচীপত্র

লেখকের দুটিকথা

الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلا م على أشرف الأ نبياء
وأعظم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين .
صلوات الله وسلا مه عليهم أجمعين

কারবালা একটি নাম, কারবালা একটি ইতিহাস। কারবালা হক্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হাসিমুখে জানমাল বিলিয়ে দেয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। কারবালা মানবেতিহাসের একটি চরম দুঃখজনক অধ্যায়। কারবালা সত্য, সত্য শাহাদাতে কারবালা। আহলে বাইতে রাসুলের সাথে চরম অন্যায় আচরণের ইতিহাস সত্য। তবে এই বেনজীর জুলুমের ধরন প্রকৃতি সম্বলিত সকল বর্ণনা কিন্তু সনদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ নয়। শিয়া রাফিজীদের অনেক বর্ণনা রয়েছে ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে। তাই আমাদেরকে উভয়ক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ বিবেচনা করতে হবে।

কারবালার ঘটনার জন্য দায়ী যে বা যারাই হোক না কেন, বিচারের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। হযরত হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর প্রথমতঃ ইয়াযীদের বাইয়াত অস্বীকার করলেন এবং মদীনা ছেড়ে মক্কায় আশ্রয় নিলেন। তারপর কুফাবাসীদের দেড়শতাধিক চিঠি, প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ, মুসলিম ইবনু আক্বীলের কুফা যাত্রা এবং কুফাবাসী অন্ততঃ ১৮হাজার মুসলমানের হযরত হুসাইনের অনুকূলে বাইয়াত, কুফাবাসীদের দামেশকের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং হুসাইনের অনুকূলে একলক্ষ লোকের বাইয়াতের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি হযরত হুসাইনকে কুফা সফরে উদ্বুদ্ধ করে। যদিও একটি ঐতিহাসিক সত্য কথা যে, হযরত হুসাইন কারবালা প্রান্তরে সঙ্গী সাথীসহ নিদয় নির্মমভাবে শহীদ হলেন অথচ কুফাবাসী একজন সাধারণ লোকও তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। শাহাদাতের পূর্বমূহুর্তে বারবার হুসাইন কুফাবাসীদেরকে বদদোয়া করছিলেন। হুসাইন তাঁর তাবুর দরজায় ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে বনী আসাদ গোত্রের জনৈক পাপিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দিল, হুসাইন নিষ্পাপ শিশুটির রক্ত হাতে তুলে নিলেন এবং আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ আকাশের কোন সাহায্য যদি আমাদের নসীবে না থাকে তবে যা মঙ্গলজনক তা ই করো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তুমি জালিমদের প্রতিশোধ নিও। হে আল্লাহ যাঁরা আমাদেরকে ইজ্জত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনে আমাদেরকে হত্যা করল তুমি তাঁদের ফায়সালা করিও। চূড়ান্ত মুহূর্তে হুসাইন তিনটি প্রস্তাব করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে, এর একটি প্রস্তাব ছিল তাঁকে ইয়াযীদের দরবারে যেতে দেয়া হবে, ইয়াযীদ যে ফায়সালা দিবেন তিনি তা মেনে নেবেন। কিন্তু তা হয়নি। হুসাইনের ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিতির প্রস্তাবের পিছনে সম্ভবতঃ প্রধান কারণটি ছিল, ইয়াযীদের সাথে হুসাইনের পূর্বসম্পর্ক ছিল, কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হযরত হুসাইনও ইয়াযীদের নেতৃত্বে জিহাদ করেছিলেন, তাই হুসাইনের বিশ্বাস ছিল, ইয়াযীদের সামনে গেলে সে তাঁকে জুলুম করবেনা। কিন্তু জালিমেরা সে সুযোগ দেয়নি।

হাদীস আর সাধারণ ইতিহাস সমান হতে পারেনা। ইতিহাসের বেলায় যদি কারো ভাল কিছু বর্ণিত হয় তবে তা গ্রহণ করে নিতে সাধারণতঃ কোন বাঁধা নেই, কিন্তু কারো ব্যাপারে নিন্দনীয় কিছু গ্রহণ বা বিশ্বাস করতে গেলে তদন্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের বেলায় এটির বিকল্প নেই, নতুবা যে যা

বর্ণনা করবে চোখ বুজে তা মেনে নিতে হবে। কারবালার ইতিহাসের অধিকাংশ বর্ণনাই শিয়া বর্ণনাকারী আবুমুখাল্লাফ লূত বিন ইয়াহয়ার। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিদ্যমান। তাই আল্লামা হাফিজ ইবনে কাসীর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ-তে কিছু কিছু বর্ণনা বাদ দিয়েছেন। ইমাম কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী মালিকী তাঁর আলআওয়াসিমু মিনাল ক্বাওয়াসিম গ্রন্থে এব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন খতীব এই গ্রন্থের টীকা লিখতে গিয়েও এবিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাত ভূক্ত আইম্মায়ে কেরামের কাছে এসব ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর বিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

কারবালার দুঃখজনক ঘটনার জন্য ইয়াযীদ আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যদের কাছে বিভিন্নভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, আন্তরিক ব্যবহার দেখিয়েছেন, ইবনে জিয়াদকে লা'নত দিয়েছেন, হযরত হুসাইনের জন্য রহমতের দোয়া করেছেন, তিনি নিজে হত্যাকান্ড বিরুধী ছিলেন বলে বারবার আলী বিন হুসাইনকে বলেছেন, রাজপরিবারে যথাযথ শোক পালন করা হয়েছে, যথেষ্ট উপহার উপঢৌকন দিয়ে সসম্মানে আহলে বাইতের সদস্যদেরকে মদীনায় পাঠিয়েছেন। সবই হয়েছে, যে কাজটি হয়নি তা হচ্ছে, হুসাইন হত্যাকারীদের কোন বিচার করা হয়নি। আল্লাহ বিচার করেছেন, কিন্তু ইয়াযীদের সরকার মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকান্ডের কোন বিচার করেনি!

শুহাদায়ে কারবালা নামক এই পুস্তিকাটি কিছুদিন পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইসলামিক সুন্নী উম্মাহ ইন ইউ. এস. এ. ইনক্‌ এই বছর আশুরা উপলক্ষে পুস্তিকাটি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার কারণে আমার এই ক্ষুদ্র মেহনতের ফসলটি এইদেশে বাংলাভাষাবাসী মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিযুত কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আগামীতে আরো বর্ধিত কলেবরে পুস্তিকাটি প্রকাশনার আশা করি। কোন সুহৃদ পাঠকের কাছে কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন, পরবর্তীতে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র মেহনতটিকে কবুল করুন।

আল্লাহ হাফিজ।।

আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুলহুদা।
ইমাম মদীনা মসজিদ,
নিউইয়র্ক।

তারিখ: ৫/১৩/৯৭ইং মুহাররম ৮, ১৪১৮ হিজরী।

টেলিফোন: ২১২-৩২৮-৯৪৪৩।

Abu Abdillah Muhammad Ainul Huda.
182, 1st Ave, Apt # 8.
New York.
NY- 10009.

ইয়াযীদের কামনা ও হযরত মুয়াবিয়া'র অন্তিম অছিয়ত

একদা হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে যদি দায়িত্ব দেয়া হয় তবে তা তুমি কিরূপ আনজাম দিবে? ইয়াযীদের উত্তর ছিল: আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের মত খেলাফতের দায়িত্ব আনজাম দেবো। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২, তারজমায়ে ইয়াযীদ, আলমুনতাযাম ২ ১১৮
মৃত্যু শয্যায় হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একটি অছিয়ত করেন:
আমার মনে হয় ইরাক বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে হযরত হুসাইন কে বের করেই ছাড়বে। তুমি যদি তাঁর মুকাবেলায় জয়ী হও তবে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করবে, কেননা আমি তাঁর মুখোমুখী হলে তাঁকে ক্ষমা করে দিতাম। (আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১২)

বাইয়াতে ইয়াযীদ ঃ ইমাম হুসাইন ও ইবনু জুবাইর এর অস্বীকার

ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া'র খেলাফতের বাইয়াত সম্পন্ন হল ৬০ হিজরীর রজব মাসে। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জীবদ্দশায় যখন ইয়াযীদের অনুকূলে বাইয়াত নেয়া হল তখন যাঁরা ইয়াযীদের বাইয়াত অস্বীকার করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে তাঁদের মধ্যে ইমাম হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর যে অন্যতম একথাটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। হাফিজ ইবনে কাসীর এর একটি বর্ণনা মুতাবেক আব্দুর রাহমান ইবনু আবুবকর, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ইয়াযীদের বাইয়াত অস্বীকারকারীদের মধ্যে ছিলেন, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের আগে স্ব মতের উপর অটল থেকে আব্দুর রাহমান ইবনু আবুবকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর ইবনু উমর ও ইবনু আব্বাস ইয়াযীদের বাইয়াত স্বীকার করে নেন, কিন্তু ইমাম হুসাইন এবং ইবনু জুবাইর বাইয়াত অস্বীকার করে মদীনা থেকে মক্কায় সফর করেন। (আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩)
আমার দেখামত বর্ণনাটি অন্যতম শিয়া বর্ণনাকারী আবু মুখান্নাফ সহ অন্য কতিপয় শিয়া বর্ণনাকারীর। ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে, শুরুতেই উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র পরামর্শে স্বেচ্ছায় আমীর মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় ইয়াযীদের অনুকূলে বাইয়াত করেন তার প্রমাণ রয়েছে সহীহ হাদীসে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
''আমি হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম, তাঁর মাথার অগ্রভাগের চুল দুলছিল/ চুল বেয়ে পানি পড়ছিল। আমি বললাম: লোকদের অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার কিছুই করার নেই। তিনি (উম্মুল মুমিনীন) বললেন: তুমি তাদের সাথে শামিল হয়ে যাও, ওরা তোমার অপেক্ষা করছে, আমার ভয় হচ্ছে তোমার এই দূরে থাকার কারণে ওদের একতার মধ্যে ফাটল এসে না যায়, হযরত ইবনে উমরকে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হলেন হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। (কোন কোন বর্ণনায় এই ঘটনাটি হযরত মুয়াবিয়া ও আলী'র মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার সময়কার, কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত মুয়াবিয়া ও আমীরুল মুমিনীন ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র সময়কার আবার

কোন কোন বর্ণনা মতে ইহা হযরত মুয়াবিয়া যখন ইয়াযীদের অনুকূলে বাইয়াত নিতে আসেন সেই সময়কার)। বুখারী: ফাতাওয়া ৫৭১১। ফতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাদীস ৪১০৮।

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ গং সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহে সহীহ এমন কতিপয় হাদীস রয়েছে যে গুলী দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ইয়াযীদের নামে বাইয়াত করেছিলেন, তিনি আন্তরিকভাবেই ইয়াযীদকে মেনে নিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন:

মদীনাবাসীগণ যখন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া'র বাইয়াত অস্বীকার করে বসলেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথী সন্তানদেরকে জমায়েত করে বললেন: আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতককে একেকটি নিশান দেয়া হবে। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাইয়াতের উপর এই লোকটির হাতে বাইয়াত করেছি, এরপর তার বিরুদ্ধে আর কিসের বিদ্রোহ? তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বাইয়াত অস্বীকার করে তবে এটাই হবে তার এবং আমার মধ্যকার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বুখারী শরীফ : ফিতান ৬৫৬৮। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৫০৮৮/৫৫৯৮

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাইয়াতের উপর আমরা ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত করেছি। এব্যাপারে ইবনে উমরের আরো পরিষ্কার ভূমিকা প্রতিভাত হয় নিম্নের বর্ণনা থেকে:

মদীনা শরীফে হাররার গোলযোগ তথা ইয়াযীদ বিরুধী বিদ্রোহ দেখা দিলে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী দলের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে মুতী'র সাথে দেখা করতে আসেন। এপ্রসংগে ইমাম মুসলিম (রাহঃ) বর্ণনা করেন:

ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার যুগে হাররা গোলযোগের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে মুতী'র কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আসেন। ইবনে মুতী (সাথীদের উদ্দেশ্যে) বলেন: আবু আব্দুর রাহমান এর জন্য একটি বালিশ এনে দাও। ইবনে উমর বললেন, আমি আপনার কাছে বসতে আসিনি, আমি এসেছি আপনাকে একটি হাদীস শুনাতে । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: যে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়, কিয়ামত দিবসে তার নাজাতের কোন পথ নাই, বাইয়াত বিহীন অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা গেল সে জাহিলিয়াতি মৃত্যুবরণ করলো।

মুসলিম শরীফ : ইমারাহ ৩৫৫৩। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৫২১২/৫৪০০/৬১৬৫।

দেখা যাচ্ছে, মদীনাবাসীদের ইয়াযীদের বাইয়াত অস্বীকার কালে ইবনে উমরের ভূমিকা ছিল মদীনাবাসীদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি বরং বিদ্রোহী দলের নেতাকে রাসূলের হাদীস শুনিয়ে শান্ত করতে চেয়েছিলেন।

মদীনার গভর্নরের প্রতি ইয়াযীদের চিঠি

মদীনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালীদ ইবনু উতবা ইবনু আবী সুফিয়ান। ইয়াযীদ খলিফাত্ব গ্রহণ করেই মদীনার গভর্নরের কাছে চিঠি লিখেন:

"হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে সর্বশক্তি দিয়ে বাইয়াতে বাধ্য করো, বাইয়াতের ব্যাপারে কোন শিথিলতা নাই।" আলবিদায়াহ ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১।

ওয়ালীদ এ ব্যাপারে মদীনার প্রাক্তন গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম এর পরামর্শ চান। মারওয়ান পরামর্শ দেন যে, হযরত মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ মদীনায় পৌঁছার আগে তাঁদেরকে ডেকে আনা হোক, তাঁরা যদি বাইয়াত স্বীকার না করেন তাহলে সকলকে হত্যা করা হোক। ওয়ালীদ- আব্দুল্লাহ

ইবনু আমর ইবনু উসমান ইবনু আফফানকে হযরত হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের তালাশে পাঠান। তাঁরা মসজিদেই ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরা আব্দুল্লাহকে বললেন: তুমি যাও আমরা আসছি। ইমাম হুসাইন আর ইবনু জুবাইরের বুঝতে বাকী রইলো না যে, আমীর মুয়াবিয়া ইন্তেকাল করেছেন। হযরত হুসাইন তাঁর লোকদেরকে নিয়ে ওয়ালীদের দরবারে পৌঁছলেন, লোকদেরকে সতর্কাবস্থায় বাইরে রেখে সালাম করে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। ওয়ালীদ হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে ইয়াযীদের চিঠি পেশ করলেন যাতে হযরত মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ এবং বাইয়াতের কথা লেখা ছিল। হযরত হুসাইন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বাইয়াতের ব্যাপারে বললেন: আমার মত লোকের গোপনে বাইয়াত করা সমীচীন নয়। আমার মনে হয় আপনি সবাইকে জমায়েত করুন, তখন সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে একটা কিছু করবে। ওয়ালীদ শান্তি প্রিয় লোক ছিলেন বিধায় হযরত হুসাইনের প্রস্তাবটি উনার মনোঃপূত হলো, তিনি বললেন: ঠিক আছে আপনি আল্লাহর নামে যেতে পারেন, সকলের সাথে আসবেন। মারওয়ান কসম খেয়ে বলে উঠলো: উনি যদি এই মুহূর্তে বাইয়াত না করে চলে যান তাহলে আপনাদের মধ্যে অনেক রক্তপাত হবে, আপনি তাঁকে বাইয়াত না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখুন নতুবা হত্যা করুন। হযরত হুসাইন মারওয়ানকে বললেন: তুমি আমাকে হত্যা করবে? মারওয়ান ওয়ালীদকে কসম খেয়ে বলল: আপনি আর তাঁর দেখা পাবেন না। ওয়ালীদ বললেন: ''আল্লাহর শপথ হে মারওয়ান! সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় নাজ ও নেয়ামতের বিনিময়েও আমি হযরত হুসাইনকে হত্যা করবো- এটা আমি চাইনা। সুবহানাল্লাহ আমি হুসাইনকে হত্যা করবো এ কারণে যে, তিনি বলেছেন: আমি বাইয়াত করবোনা! আল্লাহর শপথ আমি মনে করি, যে হুসাইনকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাঁর নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে।'' আলবিদায়াহ ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯/৫০।

ইমাম হুসাইন ও ইবনু জুবাইর এর মদীনা ত্যাগ

আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই জাফর কে সাথে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ তাঁর পিছনে লোক পাঠান, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়াহ ছাড়া তাঁর পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করেন। কোন কোন বর্ণনায় ইবনু উমর এবং ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এই সময় মক্কায় ছিলেন। তাঁরা মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন, রাস্তায় তাঁদের সাথে দেখা হয় হযরত হুসাইন এবং ইবনু জুবাইর এর। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন: আপনাদের পিছনে কি? (অর্থাৎ মদীনার খবর কি) হযরত হুসাইন এবং ইবনু জুবাইর উত্তর দিলেন: মুয়াবিয়ার মৃত্যু এবং ইয়াযীদের বাইয়াত। ইবনু উমর তাঁদেরকে বললেন: আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানো থেকে বিরত থাকুন। আলবিদায়াহ ৮ম খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

ওয়ালীদ ইবনু উৎবার অপসারণ ও আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের গ্রেফতারী

দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও শিথিলতার অভিযোগে মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ ইবনু উৎবাকে অপসারণ করে মক্কার গভর্নর আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স কে মদীনারও গভর্নর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের ভাই আমর ইবনু জুবাইরকে পুলিশ প্রধান নিযুক্ত করা হয়, যাতে আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে শায়েস্তা করা সহজ হয়। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের সাথে তাঁর ভাই আমর ইবনু জুবাইরের সম্পর্ক ভালো ছিলনা। নতুন গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে গ্রেফতারীর উদ্দেশ্যে আমর ইবনু জুবাইরের নেতৃত্বে একদল সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন। আবু শুরাইহ নামক জনৈক সাহাবী মক্কা নগরীর মহান মর্যাদার বর্ণনা সম্বলিত হাদীস শুনিয়ে এই ধরনের অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য গভর্নর আমর ইবনু সাঈদকে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন: এই হাদীস সম্পর্কে আমরা তোমার চেয়ে ভাল জানি। আমর দুহাজার সেনাবাহিনী নিয়ে আব্দুল্লাহকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে মক্কার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং আমর এর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং আমরকে বন্দী অথবা হত্যা করা হয়। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫১/৫২।

হুসাইনের (রাঃ)প্রতি কুফাবাসীর চিঠি :মুসলিম ইবনু আক্বীলের কুফা যাত্রা

কুফা বাসীরা যখন মুয়াবিয়ার ইন্তেকাল, ইয়াযীদের বাইয়াত এবং হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বাইয়াত অস্বীকার ও মক্কায় আশ্রয় নেয়ার সংবাদ পেল তারা হযরত হুসাইনকে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এ মর্মে চিঠির পর চিঠি দিতে লাগল যে, আমরা ইয়াযীদের বাইয়াত স্বীকার করি নাই, আপনি আসুন আমরা ইয়াযীদের বদলে আপনার হাতে বাইয়াত করব। চিঠির সংখ্যা এক সময় কয়েক শ' তে দাঁড়াল। সকল দিক বিবেচনা করে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম ইবনু আক্বীল ইবনু আবী ত্বালীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে কুফায় পাঠালেন। মুসলিম মদীনা হয়ে কুফায় পৌঁছেন এবং মুসলিম ইবনু আওসাজাহ আল-আসাদী মতান্তরে মুখতার ইবনু আবু উবাইদ আস্সাক্বাফী'র ঘরে মেহমান হন। কুফার লোকেরা হযরত হুসাইনের প্রতিনিধি হযরত মুসলিম ইবনু আক্বীলের আগমন সংবাদ শুনে দলে দলে এসে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বাইয়াত করতে লাগলেন। বাইয়াতকারীদের সংখ্যা যখন ১৮ হাজারে পৌঁছল মুসলিম ইবনু আক্বীল তখন চিঠি লিখে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানান। আলবিদায়াহ ৮/১৫৪। অন্য একটি বর্ণনায় কুফাবাসীরা হযরত হুসাইনকে জানালো: আপনার সাথে একলক্ষ লোক রয়েছে। আলবিদায়াহ ৮/১৭২।

হুসাইনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ইবনু আক্বীলের পত্র

সংবাদ সংগ্রহকারী তাঁর মালিককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনা, সমগ্র কুফাবাসী আপনার সাথে রয়েছে, আমার পত্র পাওয়ার সাথে সাথে আপনি রওয়ানা হয়ে যান। ওয়াস সালাম। আলবিদায়াহ ৮/১৭০।

কুফার গভর্ণর নু'মান ইবনু বাশীরের অপসারণ

কুফার গভর্ণর ছিলেন হযরত নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুসলিম ইবনু আক্কীল কর্তৃক হযরত হুসাইনের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণের সংবাদ শুনে তিনি লোকদেরকে অনৈক্য ও ফিতনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে একটি জনসভায় এই মর্মে ভাষণ দেন: যে আমার সাথে লড়াই করবেনা আমিও তার সাথে লড়াই করবনা, সন্দেহজনকভাবে আমি তোমাদেরকে গ্রেফতারও করবনা, কিন্তু আল্লাহর শপথ তোমরা যদি তোমাদের ইমামের বাইয়াত অস্বীকার করো তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে তলোয়ার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে লড়াই করবো।" কিন্তু এক্ষেত্রে আরো কঠোর পদক্ষেপ না নেয়ার অভিযোগে হযরত নু'মান ইবনু বাশীরকে অপসারণ করা হলো এবং সারজুনের পরামর্শে উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদকে বাসরা এবং কুফা উভয় রাজ্যের গভর্ণর নিযুক্ত করা হলো।

কুফায় উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ

কুফার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েই ইবনু জিয়াদ ১৭জন সঙ্গী সহ কালো একটি পাগড়ী পরিধান করে কুফায় যাত্রা করল। কুফাবাসীরা আগে থেকেই হযরত হুসাইনের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ইবনে জিয়াদকে হুসাইন ভেবে তার সালামের জবাবে বলতে লাগলেন: ওয়া আলাইকুমুস সালাম হে রাসূল পৌত্র। মুসলিম ইবনু আমর তখন ইবনু জিয়াদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল: হে লোক সকল ইনি আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ। ইবনে জিয়াদ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে দ্রুত মুসলিম ইবনু আক্কীলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিন হাজার দিরহাম সাথে দিয়ে একজন গুপ্তচর পাঠাল। ঐ লোক বাইয়াতের নাম করে হযরত মুসলিমের সকল খবর জেনে গেল। মুসলিম ইবনু আক্কীল এই সময় হানী ইবনু উরওয়াহ'র ঘরে ছিলেন। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫।

বেঁচে গেল ইবনু জিয়াদ

হুসাইন প্রেমিক শুরাইক ইবনু আওয়ার ছিলেন কুফার একজন গণ্যমান্য লোক। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইবনু জিয়াদ তাঁকে দেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে শুরাইক ইবনে জিয়াদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মুসলিম ইবনু আক্কীলকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে হানীকে বলেন। মুসলিম কথামত আত্মগোপন করে থাকেন। ইবনে জিয়াদ এসে শুরাইকের শয্যাপাশে বসে, পাশে বসেন হানী। ইবনে জিয়াদের খাদিম মাহরান কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। হত্যার ইংগিত হিসেবে শুরাইক তিনবার পানি পান করানোর কথা বলেন, কিন্তু মুসলিম পরিকল্পিত হত্যার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলেন। টের পেয়ে যায় মাহরান এবং দ্রুত ইবনে জিয়াদকে নিয়ে কেটে পড়ে। মুসলিম ইবনু আক্কীলকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি সুযোগ পেয়েও কেন হত্যা করলেন না। তিনি উত্তর দিলেন: দুটি কারণে আমি তাকে হত্যা করতে পারিনি। প্রথম কারণ হচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের হাদীস: ঈমান প্রতারণার পরিপন্থী, ঈমানদার প্রতারণা করতে পারেনা।" দ্বিতীয়তঃ আমি তাকে আপনার ঘরে হত্যা করতে চাইনি। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫/৫৬।

গ্রেফতার হলেন হানী ইবনু উরওয়া

বর্ণিত আছে যে, হানী ইবনু উরওয়াকেও ইবনু জিয়াদ একবার দেখতে গিয়েছিল, হানী অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সুস্থ হয়েও যখন হানী আমীরকে শুভেচ্ছা জানাতে আসলেন না, এদিকে গুপ্তচর মাধ্যমে সকল সংবাদ জেনে ফেলেছে ইবনে জিয়াদ, সেহেতু হানীকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করা হল। আমীর হানীকে মুসলিম ইবনু আক্বীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে. হানী উত্তর দিলেন আমি জানিনা। তখন ঐ গুপ্তচর লোকটিকে হাজির করা হল যে বাইয়াতের নাম করে হানীর ঘরে আসা যাওয়া করত। হানী লোকটিকে দেখে বিপাকে পড়ে গেলেন। বললেন: আল্লাহর শপথ আমীর! আমি স্বেচ্ছায় মুসলিমকে আমার ঘরে স্থান দেইনি, তিনি স্বেচ্ছায় আমার ঘরে মেহমান হয়েছেন। ইবনে জিয়াদ বলল: ঠিক আছে তুমি মুসলিমকে আমার দরবারে হাজির করো। হানী বললেন: এটা সম্ভব নয়, কারণ তিনি বর্তমানে আমার মেহমান, আমি আমার মেহমানকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারিনা। হানীকে তখন খুব বেশী শারিরীক নির্যাতন করা হল। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

অবরুদ্ধ ইবনে জিয়াদ

হানী ইবনু উরওয়ার গ্রেফতারী, নির্যাতন এবং অবশেষে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে সন্দেহে কুফাবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তারা আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের প্রাসাদ অবরোধ করে ফেলল। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ইবনে জিয়াদ কুফাবাসীর বিশ্বস্ত কাজী শুরাইহকে বলল আপনি লোকদেরকে বলুন: আমীর কেবলমাত্র মুসলিম ইবনে আক্বীল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য হানীকে বন্দী করেছেন, তিনি সুস্থ আছেন। কাজীর ঘোষণা শুনে লোকেরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে গেল। এদিকে হানীর শাহাদাত এবং আমীরের প্রাসাদ অবরোধের সংবাদ পেয়ে মুসলিম তাঁর অনুগত চার হাজার লোক নিয়ে ইবনে জিয়াদের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। আমীর ইবনে জিয়াদ তখন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে হানী সম্পর্কে দেয়া প্রদত্ত খুতবায় ঐক্য ও শান্তি, শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বক্তব্য দিচ্ছিল। মুসলিম ইবনু আক্বীলের বাহিনী নজরে আসার সাথে সাথে ইবনে জিয়াদ তার সভাসদ বর্গ নিয়ে পুণরায় প্রাসাদে আশ্রয় নিল। মুসলিম তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রাসাদ অবরোধ করে রাখলেন। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬/৫৭।

কুফার অলিতে গলিতে নিরাশ্রয় মুসলিম

অবরুদ্ধ ইবনে জিয়াদ তার সভাসদবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কুফার নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে লোকদেরকে মুসলিম ইবনে আক্বীল সম্পর্কে নানান কথা বলে এই মুহূর্তে তাঁর দল ত্যাগ করার পরামর্শ দিল। গাদ্দারীতে অভ্যস্ত কুফার লোকেরা তাদের নেতৃবৃন্দের কথা শুনে দ্রুত মুসলিম ইবনে আক্বীলের দল ত্যাগ করতে লাগল। মুহুর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর লোক সংখ্যা এসে দাঁড়াল চার হাজার থেকে মাত্র পাঁচ শ'। সালাতুল মাগরিব আদায় করলেন মাত্র ত্রিশজন লোক নিয়ে ভিনদেশী মুসলিম ইবনু আক্বীল। এ অবস্থায় মুসলিম অবরোধ প্রত্যাহার করে অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে

আবওয়াবে কেন্দা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, ইতিমধ্যে আরো বিশজন লোক পলায়ন করেছে। গন্তব্যে পৌঁছার আগেই মুসলিম সম্পূর্ন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন, এমনকি এমন একজন লোকও তাঁর সাথে বাকী রইলনা যে তাঁকে এই আধার রাতে রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে কিংবা এই ভিনদেশে, শত বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে, অসহায় অবস্থায় তাঁকে একটুখানী সান্তনা দেবে। তিনি ইমাম হুসাইনকে কুফা আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নিশ্চয় হুসাইন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে এখন কুফার পথে আছেন, এইসব চিন্তা মুসলিমকে আরো বেশী অসহায় করে তুলল। তিনি কুফার অলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে একটি দরজায় নখ করলে একজন মহিলা বেরিয়ে আসলেন। মুসলিম সামান্য পানি পান করতে চাইলেন। মহিলা পানি পান করালেন। মুসলিম পানি পান করে ঐ দরজায়ই বসে রইলেন। এই মহিলার ছেলে বিলাল অবরোধ আন্দোলনে লোকদের সাথে গিয়েছিল, ছেলের অপেক্ষায় মহিলা যখন পুনরায় বাইরে আসলেন দোর গোড়ায় মুসাফিরকে বসে থাকতে দেখলেন। মহিলা বললেন: আপনি আপনার বাড়ি যাচ্ছেন না কেন, আমি আপনার এখানে বসে থাকা ভাল মনে করছিনা। মুসলিম বললেন: হে আল্লাহর বান্দী, এই শহরে না আছে আমার কোন ঘর, আর না আছে আমার পরিবার পরিজন, আমাকে কি তুমি একটু আশ্রয় দিতে পারো, কোনদিন তোমার এই ঋন শোধ করার চেষ্টা করব? মহিলা সাগ্রহে জানতে চাইলে মুসলিম বললেন: আমি মুসলিম ইবনু আক্বীল। লোকেরা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। মুসলিমের মিনতিভরা আর্তিতে মহিলা তাঁকে সযত্নে আশ্রয় দিল। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭।

বন্দী হলেন ইবনে আক্বীল

মুসলিম ইবনু আক্বীলের আশ্রয়দাতা মহিলার ছেলে বিলাল ঘরে ফিরে এল। মার আচরণে ছেলের সন্দেহ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাউকে জানাবেনা এই শর্তে মহিলা ছেলেকে ইবনে আক্বীলের কথা জানিয়ে দিলেন। ছেলে রাতের মত চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে ইবনে জিয়াদ তাঁর সভাসদবর্গকে নিয়ে মসজিদে সালাতুল ইশা আদায় করে মুসলিম ইবনু আক্বীলের গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করল, ঘোষণা করে দিল মুসলিমকে যাঁর ঘরে পাওয়া যাবে সে যদি নিজে পুলিশ বাহিনীকে সংবাদ না দিয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করা হবে আর যে সংবাদ দিবে তাকে করা হবে পুরস্কৃত। মুসলিমের আশ্রয়দাতা মহিলার ছেলে বিলাল ইবনে জিয়াদের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল। ইবনে জিয়াদ তার পুলিশ বাহিনী প্রধান উমর ইবনে হারিস মাখযূমীর নেতৃত্বে আব্দুর রাহমান ইবনে আশআছ সহ ৭০ কিংবা ৮০ জনের একটি বাহিনী পাঠাল ইবনে আক্বীলকে গ্রেফতার করার জন্য। মুসলিম তাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিলেন, তিনবার তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে নিরুপায় হয়ে মুসলিম ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, আব্দুর রাহমান তার নিরাপত্তার ঘোষণা দিলে তিনি আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাতিয়ার ছিনিয়ে নেয়া হল, মুসলিম প্রতারণা টের পেয়ে কেঁদে ফেললেন, মুখে বললেন: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেউ একজন বলল: তোমার মত লোকের এহেন ক্রন্দন শোভা পায়না। মুসলিম উত্তর দিলেন: আল্লাহর শপথ আমি আমার নিজের জন্য কাঁদছিনা, আমি কাঁদছি হুসাইন এবং তাঁর পরিবারের জন্য, তিনি নিশ্চয় মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন, নিকটে মুহাম্মাদ ইবনু আশআছকে দেখে হযরত হুসাইনকে মক্কা ফিরে যাওয়ার সংবাদটি পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করে বলেন, আপনি আমার পক্ষ থেকে এই সংবাদটি হযরত হুসাইনকে জানিয়ে দেন যে: "ইবনে

আক্বীল আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে, কুফাবাসীর কাছে বন্দী ইবনে আক্বীল জানেনা তাঁর মৃত্যু সকালে হবে না বিকালে। আপনি আপনার স্বজনদের নিয়ে ফিরে যান, কুফাবাসীদের প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকুন, ওরা আপনার পিতার জামানার ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের থেকে মৃত্যু অথবা হত্যার মাধ্যমে আপনার আব্বা নিষ্কৃতি কামনা করতেন, কুফাবাসীরা আমাকে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, মিথুকের কোন রায় নাই।'' আশআছ মুসলিমের অন্তিম অনুরুধটি অবশ্য রক্ষা করেন কিন্তু হযরত হুসাইন বিশ্বাস না করে কুফা যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

ইবনে আক্বীলের শাহাদাত

ইবনে জিয়াদের অনুগতদের কাছে অনেক মিনতির পর পান করার জন্য কিছু পানি পাওয়া গেল কিন্তু পান করতে যেয়ে পানির উপর রক্ত জমে যাওয়ার কারণে তৃষ্ণার্ত মুসলিম পানি পান করতে পারছিলেন না, তিনবারের সময় তিনি কিছু পানি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এই সময় তাঁর সামনের দাতগুলী পড়ে গেল। রক্তাক্ত অবস্থায় বন্দীকে ইবনে জিয়াদের দরবারে হাজির করা হলো। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হল। মুসলিম অন্তিম অছিয়ত করার অনুমতি চাইলেন। ইবনে জিয়াদের অনুমতি পেয়ে তিনি উমর ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসকে কাছে দেখে তাঁদের উভয়ের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে একাকী কিছু কথা শুনার জন্য অনুরুধ করলেন। ইবনে জিয়াদের অনুমতিতে উমর ইবনে আক্বীলের কাছাকাছি হলেন। ইবনে আক্বীল বললেন: কুফার অমুক আমার কাছে সাত শত দিনার পাবে আপনি আমার ঋণ গুলা শোধ করে দিবেন, ইবনে জিয়াদের অনুমতি নিয়ে আমার মৃত দেহটি দাফন করবেন আর হযরত হুসাইনকে আমার পক্ষ থেকে সংবাদ পৌঁছাবেন। ইবনে জিয়াদ প্রথম দুটি অছিয়ত পূরণ করার অনুমতি দিল, হুসাইনের ব্যাপারে বলল: তিনি যদি আমাদের সাথে মুকাবেলা করেন আমরাও তাঁর মুকাবেলা করব।

ইবনে জিয়াদের নির্দেশে মুসলিমকে প্রাসাদের উপরের তলায় নিয়ে যাওয়া হল, তিনি তখন তাসবীহ তাহলীল করছিলেন। অতঃপর তাঁর মাথা কেটে প্রথমে মাথা তারপর তাঁর দেহটি প্রাসাদের নীচে ফেলে দেয়া হল। মুসলিমের সাথে সাথে হানী ইবনে উরওয়াকেও হত্যা করা হল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।। এভাবে করে কঠোর হস্তে সাম্প্রতিক বিদ্রোহ দমন করে ইবনে জিয়াদ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮/৫১। রেফারেন্সটি আবু মুখনাফ বং শিয়া কর্তৃকবর্ণিত

হযরত হুসাইনের কুফা যাত্রা:বিশিষ্ট সাহাবীদের বাঁধা প্রদান

কুফাবাসীর দেড় শতাধিক চিঠি এবং মুসলিম ইবনে আক্বীলের নিশ্চয়তা বিধায়ক পত্র পেয়ে হযরত হুসাইন কুফা যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। এসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনেক সাহাবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে সবিনয় অনুরুধ করেন। কিন্তু হযরত হুসাইন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সবাই তাঁকে ইরাকবাসীদের সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দেন, এদের দ্বারা প্রতারিত না হওয়ার জন্য মিনতি করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের বাঁধা প্রদান

আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কি এমন লোকদের কাছে যাচ্ছেন যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, আপনার ভাইকে করেছে বর্শাঘাত? হুসাইন উত্তর দেন: অমুক জায়গায় নিহত হওয়া আমার কাছে আমার কারণে মক্কা মুকাররামার অসম্মানীর চেয়ে অনেক উত্তম! অন্য আরেকটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনু জুবাইরের উত্তরে বলেন: চল্লিশ হাজার লোক আমার অনুকুলে বাইয়াত করেছে, যথাসর্বস্ব বিলিয়ে তাঁরা আমার সাথে থাকবে। ইবনু জুবাইর বলেন: আপনি কি এমন লোকদের কাছে যাচ্ছেন যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, আপনার ভাইকে করেছে বিতাড়িত? কেউ কেউ বলেছেন এই কথাগুলী বলেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আলবিদায়াহ ৮/১৬৩।

কথিত আছে যে, একমাত্র ইবনু জুবাইর হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কুফা যাত্রার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন মক্কা মুকাররামার একক নেতৃত্বের জন্য! কিন্তু উপরুক্ত বর্ণনাটি ইবনু জুবাইরের বিরুদ্ধে ঐ কথিত অভিযোগটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। দেখুন: আলআওয়াসিম মিনাল ক্বাওয়াসিম।

আবু মুখান্নাফ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন: আপনার মর্জি হলে এখানেই (মক্কায়) অবস্থান করুন, আপনাকে ইমাম বানিয়ে আমরা আপনার মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করব, আপনাকে সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ দেব এবং আপনার হাতে বাইয়াত করব। হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন: আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন: ইহার (মক্কা মুকাররামার) একটি মেষ রয়েছে যে তার অসম্মানী করবে, এখানে তাকে হত্যা করা হবে। আমি ঐ মেষ হতে চাইনা। ইবনু জুবাইর বলেন: তাহলে আপনার মর্জি হলে এখানেই অবস্থান করুন এবং আমাকে দায়িত্ব দিন, আপনার আনুগত্য করা হবে, আপনার নাফরমানী করা হবেনা। হুসাইন বলেন: আমি এটাও চাই না। আলবিদায়াহ ৮/১৫৮।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের বাঁধা প্রদান

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ পেয়ে মক্কা মুকাররামা থেকে তিন দিনের পথ দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনু উমর জিজ্ঞাসা করেন: কোথায় যাচ্ছেন? হুসাইন উত্তর দেন: ইরাক, আর এই দেখুন তাদের চিঠি এবং আমার অনুকুলে বাইয়াতের প্রমাণ। (হযরত হুসাইন কিছু কাগজপত্র দেখালেন) ইবনু উমর বললেন: আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি, জিবরীল আলাইহিস সালাম নবীজীর দরবারে এসে তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন একটি বেছে নিতে বলেন, তখন নবীজী দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতকে বেছে নিয়েছিলেন।'' হুসাইন তবু ফিরে আসতে অসম্মত হওয়ায় ইবনু উমর তাঁর সাথে মুয়ানাক্বা করে কেঁদে ফেলেন। ইবনু উমর বলেন: হত্যা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহর হেফাজতে সোপর্দ করছি। আলবিদায়াহ ৮/১৬২। আলআওয়াসিম ২৩৮।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বাধা প্রদান

খবর পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আসেন, হযরত হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি কি করছেন? হুসাইন উত্তর দেন: ২/১ দিনের মধ্যে আমি রওয়ানা হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। ইবনু আব্বাস বলেন: ওরা যদি তাদের আমীরকে হত্যা করে থাকে, তাদের শত্রুকে জব্দ করে থাকে আর দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেরা গ্রহণ করে থাকে তাহলে আপনি যান। আর যদি তাদের আমীর জীবিত থাকে, দেশের উপর তার শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে তাহলে ওরা আপনাকে ফিতনা এবং রক্তপাতের জন্য আহ্বান করছে, আমি আপনার এই সফর নিরাপদ মনে করছিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরাই শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধোকা দেবে এবং আপনার মুকাবেলা করবে। তদুত্তরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি ইস্তেখারা করব। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১/১৬২।

দ্বিতীয়বার আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বাধা প্রদান

সন্ধ্যায় মতান্তরে দ্বিতীয়দিন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসেন। ইবনু আব্বাস বলেন: ভাই আমি ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারিনি। এই সফরে আমি আপনার অমঙ্গলের আশংকা করছি। ইরাকবাসীরা নিশ্চিত গাদ্দার সম্প্রদায়, এদের দ্বারা প্রতারিত হবেন না, ততদিন পর্যন্ত আপনি এই শহরেই অবস্থান করুন যতদিন না ইরাকবাসীরা তাদের শত্রুর উপর জয়যুক্ত হয়েছে। নতুবা ইয়ামন চলে যান, সেখানে অনেক দুর্গ এবং পাহাড়ী পথ রয়েছে, আরো রয়েছে আপনার পিতার অনুগত লোকেরা। হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকুন, লিখিতভাবে (আপনার মতের) দাওয়াত দিন এবং আপনার দাঈ দেরকে ছড়িয়ে দিন। আমি আশা করি এইমত করতে পারলে আপনি কামিয়াব হবেন। হযরত হুসাইন বলেন: ভাই আমি জানি আপনি আমার হিতৈষী, কিন্তু আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছি। ইবনু আব্বাস বললেন: তা'ই যদি হয় তাহলে আপনি স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের সাথে নিবেন না। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেভাবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল আপনাকেও আপনার সকলের সামনে হত্যা করা হবে। আলবিদায়াহ ৮/১৬২।

আবুসাঈদ খুদরীর বাধা প্রদান

আবুসাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসেন, হুসাইনকে বলেন: আমি আপনার হিতাকাংখী। আমি খবর পেয়েছি আপনাদের অনুগত কুফার লোকেরা আপনাকে কুফা গমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমি অনুরোধ করছি আপনি যাবেন না। আমি আপনার আব্বাকে কুফা নগরীতে বলতে শুনেছি: আমি ওদেরকে অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছি, তারাও আমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। এরা কখনো ওয়াদা পূরণ করা জানেনা, এদেরকে যারা জয় করতে পেরেছে তারা নিতান্তই ভাগ্যবান, আল্লাহর শপথ এদের সঠিক কোন নিয়ত কিংবা দৃঢ় কোন সংকল্প নেই, আর নেই তলোয়ারের মুকাবেলায় ধৈর্য ধারণ করে টিকে থাকার মত অভ্যাস। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩/ মাকতালুল হুসাইন ২৫৮।

উমরাহ বিনতে আব্দুর রাহমানের চিঠি

উমরাহ বিনতে আব্দুর রাহমান হযরত হুসাইনকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি কুফা যাওয়ার ভয়াবহতা তুলে ধরে আনুগত্য স্বীকার করে সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। তিনি একথাটিও উল্লেখ করেন যে, যদি হুসাইন কথা না মানেন তবে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হচ্ছেন। তিনি বলেন: আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ''বাবেল শহরের মাটিতে হুসাইনকে হত্যা করা হবে।'' হুসাইন বলেন: তাহলে তো আমাকে আমার মৃত্যুস্থলে যেতেই হয়। আলবিদায়াহ ৮/১৬৫।

বাকর ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনুল হারিস এর বাধা প্রদান

বাকর ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশাম এসে বলেন: ভাই ইরাকবাসীরা আপনার পিতা ও ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছে তা তো আপনি অবগত আছেন। আপনি তাদের কাছে যেতে চাচ্ছেন অথচ ওরা দুনিয়ার গোলাম, যে আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে'ই আপনার সাথে লড়াই করবে, যার কাছে আপনি সবচেয়ে বেশী প্রিয় সে'ই আপনাকে অপমান করবে। হুসাইন উত্তর দেন: আল্লাহর ফায়সালার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী।। আলবিদায়াহ ৮/১৬৫।

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরের চিঠি : হুসাইনের স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি চিঠি লিখে ইরাকবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে লিখেন: আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোন বিষয়ে একটি নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তা'ই করতে যাচ্ছি। আমার কার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত কাউকে আমি এই স্বপ্নের ব্যাপারে অবহিত করতে রাজি নই। আলবিদায়াহ ৮/১৬৫।অন্য বর্ণনায়: আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর একটি চিঠি লিখে তাঁর পুত্র আউন ও মুহাম্মাদকে দিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে পাঠান, চিঠির ভাষা ছিল: আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি ফিরে আসুন, আপনি যে পথে চলেছেন তাতে আমি আপনার প্রাণ নাশের আশংকা করছি, সমগ্র আহলে বাইতের ধ্বংসের ভয় হচ্ছে আমার, আপনি যদি আজ হালাক হয়ে যান ইসলামের আলো নিভে যাবে, কেননা সংপথের পথিকদের আপনিই প্রতীক, আপনিই মুমিনদের কামনা ও বাসনা, আপনি তাড়াহুড়া করবেন না, আমি শীঘ্রই আসছি। অতঃপর আব্দুল্লাহ মক্কার গভর্নর আমর ইবনু সাঈদের কাছে যান, তাঁকে নিরাপত্তা, ন্যায়নুগ আচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে হযরত হুসাইনকে একটি চিঠি লেখার অনুরোধ করেন। আমর বলেন, আপনি আমার নামে আপনার ইচ্ছামত চিঠি লিখে আনুন আমি মোহর মেরে দেব। আব্দুল্লাহ চিঠি লিখে আনলেন, আমর কথামত মোহর মেরে দিলেন। আব্দুল্লাহ বললেন, আমার সাথে আপনার বিশ্বস্ত লোক দেন। আমর তাঁর ভাই ইয়াহয়াকে সাথে দিলেন। তাঁরা উভয় হুসাইনের সাথে দেখা করলেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে যেতে সম্মত হলেন না, তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। আব্দুল্লাহ

ও ইয়াহয়া স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাইলে হুসাইন বললেন: আমি কাউকে এব্যাপারে অবহিত করবনা, এভাবেই আমি আমার মহীয়ান গরীয়ান প্রভুর সাথে মুলাকাত করব। আলবিদায়াহ ৮/১৬৯।

হারামাইনের খাদিমের চিঠি : হুসাইনের কালজয়ী নসীহত

হারামাইন শরীফাইনের খাদিম আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'ছ হযরত হুসাইনকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি আল্লাহর কাছে হুসাইনের সুমতি কামনা করেন। তিনি লিখেন: আমার কাছে খবর এসেছে যে, আপনি ইরাক যাত্রা করছেন, বিচ্ছিন্নতা থেকে আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনি যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাহলে আমার কাছে চলে আসুন, আমার কাছে রয়েছে আপনার জন্য নিরাপত্তা, সদ্ব্যবহার, এবং আত্মীয়তা।প্রতিউত্তরে হযরত হুসাইন লিখেন: আপনি যদি চিঠির মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার খেয়াল করে থাকেন তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি এর প্রতিদান ভোগ করুন। যে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে, নেক কাজ করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান সে বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারেনা। যে দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করেনা সে আল্লাহর উপর ঈমান আনে নাই। আল্লাহর দরবারে এমন নিরাপত্তাহীনতা প্রার্থনা করি যা কিয়ামতের দিন তাঁর (আল্লাহর) কাছে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত (ওয়াজিব) করে। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫/১৬৬।

মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যার বাধা প্রদান

মদীনায় থাকা আহলে বাইতের অন্যান্য কতিপয় সদস্যদেরকে হযরত হুসাইন মক্কায় এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। ওরা ছিলেন ১৯ জন। মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যাহ তাঁদের পিছে পিছে মক্কায় এসে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হুসাইনকে বলেন: এই সময় এই পদক্ষেপের কোন যৌক্তিকতা নেই। হুসাইন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলে মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যা তাঁর ছেলেকে আটকিয়ে রাখেন। হুসাইন এতে মনক্ষুন্ন হন। মুহাম্মাদ বলেন, ওদের চেয়ে আপনার বিপদ আমাদের কাছে বড়, কিন্তু এই বিপদে ডেকে আনার কোন প্রয়োজন নেই। আলবিদায়াহ ৮/১৬৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কাছে ইয়াযীদের চিঠি

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা যাত্রার খবর পেয়ে ইয়াযীদ আহলে বাইতের অন্যতম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কাছে হুসাইনকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন। চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ:

আমার মনে হয় প্রাচ্য থেকে কিছু লোক উনার সাথে যোগাযোগ করেছে এবং খিলাফতের অঙ্গীকার করেছে, আপনার তো ওদের সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি যদি তা করে ফেলেন তাহলে তিনি গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, আপনি আহলে বাইতের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উনার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আপনি উনাকে বিচ্ছিন্নতা থেকে বিরত রাখুন। ইয়াযীদের চিঠিতে মক্কা ও মদীনা বাসীদের উদ্দেশ্যে ১১ লাইনের একটি কবিতাও ছিল। ইবনু আব্বাস ইয়াযীদের চিঠির উত্তরে

লিখেন: আমি আশা করি হুসাইনের কুফা যাত্রা এমন কোন উদ্দেশ্যে হবেনা যা আপনি অপছন্দ করেন, আমি হুসাইনকে প্রয়োজনীয় নসীহত করব।
ইবনু আব্বাস হযরত হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে এই সফর থেকে বিরত থেকে অনিবার্য্য মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন: আপনি যদি একান্ত যেতেই চান তবে অন্ততঃ হজ্বের মৌসুমটা অপেক্ষা করুন, লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করুন, তাদের অন্তরের খবর জানার চেষ্টা করুন অতঃপর আপনি আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিবেচনা করুন। এটা ছিল ১০ ই জিলহজ্জ্ব এর কথা। হুসাইন কুফা যাত্রার সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকেন। তখন ইবনু আব্বাস বলেন: আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় আপনি আগামী কালই আপনার স্ত্রী - সন্তানদের চোখের সামনে নিহত হবেন যেরূপ নিহত হয়েছিলেন হযরত উসমান। আলবিদায়াহ ৮/ ১৬৬।

উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে ইয়াযীদের চিঠি

ইয়াযীদ হযরত হুসাইনের সংবাদ পেয়ে কুফার নতুন গভর্ণর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে একটি চিঠি লিখে। চিঠির ভাষা নিম্নরূপ:
আমি খবর পেয়েছি হুসাইন কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কাল সমুহের মধ্যে তোমার কাল, শহর সমুহের মধ্যে তোমার শহর এবং কর্মচারীদের মধ্যে তুমি তাঁর (হুসাইনের) দ্বারা পরীক্ষীত / আক্রান্ত হচ্ছো। ঐ সময় হয়তোবা তুমি মুক্ত হবে নতুবা পুনরায় গোলামী জিন্দেগীতে ফিরে যাবে। অন্য একটি বর্ণনায় ইয়াযীদ উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদকে লিখেন: আমি খবর পেয়েছি হুসাইন ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করো, সন্দেহজনক লোককে গ্রেফতার করো, অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি দাও, তবে যে তোমার সাথে লড়াই করে নাই তাকে হত্যা করোনা। আলবিদায়াহ ৮/ ১৬৭। এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হলো যে, নতুন কোন লোকের শহরে ঢুকা কিংবা শহরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আলবিদায়াহ ৮/ ১৭২।

উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে মারওয়ান ইবনুল হাকামের চিঠি

হযরত হুসাইনের কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সংবাদে মদীনার প্রাক্তন গভর্ণর মারওয়ান কুফার গভর্ণর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে একটি চিঠি লিখেন:
হুসাইন ইবনু আলী তোমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, তিনি হচ্ছেন হুসাইন ইবনু ফাতেমা, আর ফাতেমা হচ্ছেন আল্লাহর রাসূলের কন্যা, আল্লাহর শপথ আমাদের কাছে হুসাইনের চেয়ে প্রিয় কেউ নেই। খবরদার তুমি অকারণে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেনা। জনসাধারণ তাঁকে ভুলবেনা, তুমি তাঁর আলোচনাকে শেষ যুগের জন্য ছেড়ে দিওনা। আলবিদায়াহ ৮/ ১৬৭।

কুফার পথে হযরত হুসাইন

শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরুধ উপরুধ উপেক্ষা করে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার অদূরে তানঈ'ম এলাকায় পৌঁছে ইয়াযীদের উদ্দেশ্যে ইয়ামনের গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত কিছু রসদপত্রের একটি বাহিনীর সাথে হযরত হুসাইনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে চলেন, তাদের মধ্যে যাদের উট রয়েছে তাদেরকে পারিশ্রমিক আদায় করে ভাড়া করেন। এই ভাবে করে হযরত হুসাইনের ছোট কাফেলাটি কুফার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে লাগল। আলবিদায়াহ ৮/১৬৮।

কবি ফারজদক্বের সাতে সাক্ষাৎ

হযরত হুসাইন এগিয়ে চলেছেন, পথিমধ্যে ইরাক থেকে আগত কবি ফারজদক্বের সাথে সাক্ষাৎ হল। ফারজদক্ব সালাম করে দোয়া করলেন: আল্লাহ আপনার দাবী এবং আশা পূর্ন করুন। হুসাইন ফারজদক্বকে তার দেশের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ফারজদক্ব উত্তর দিলেন: তাদের অন্তর আপনার সাথে আর তরবারী বনী উমাইয়ার সাথে, ফরমান নাজিল হয় আসমান থেকে, আর আল্লাহ যা চান তা' ই করেন। হুসাইন উত্তর দিলেন: তুমি সত্য বলেছ, অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছুই আল্লাহর হাতে, তিনি যা চান তা' ই করেন, আমাদের প্রভূ প্রত্যহ রয়েছেন আপন শানে, আমাদের পছন্দমত ফায়সালা হলে আমরা গুনকীর্তন করব আল্লাহর তাঁর অনুগ্রহের উপর, শুকরিয়া আদায়ে তিনিই শক্তিদাতা, ফায়সালা যদি না হয় আমাদের পছন্দমত তবে ঐব্যক্তি নহে ক্ষতিগ্রস্ত হক্ব ছিল যার নিয়ত এবং অন্তরে ছিল তাঁর তাক্বওয়া। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, ১৬৮।

কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে হুসাইনের চিঠি

হযরত হুসাইন জুররামা পল্লীর হাজার নামক স্থানে পৌঁছে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে ক্বায়স ইবনু মাসহার কে কুফায় পাঠান। চিঠির ভাষ্য ছিল:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হুসাইন ইবনু আলী' র পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে সেই আল্লাহর প্রসংশা কীর্তন করছি যিনি ব্যতীত কোন মা' বুদ নাই। অতঃপর: মুসলিম ইবনু আক্বীলের পত্র আমার হস্তগত হয়েছে, যাতে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, আমাদেরকে সহযোগিতার ব্যাপারে আপনাদের ঐক্যমত এবং আমাদের হক্ব পুনরুদ্ধারে আপনাদের দাবী' র প্রতিফলন ঘটেছে, আল্লাহ আমাদের কাজকে সুন্দর করে দিন, এবং এই কাজের উপর আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন, আমি মক্কা থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি ৮ই জিলহজ্জ তারবিয়া দিবসে, আমার দূত আপনাদের কাছে পৌঁছলে আপনাদের সকল ব্যাপার গোপন রাখবেন, এবং প্রস্তুতি নিতে থাকুন, আমি কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের মাঝে এসে পৌঁছাবো। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯/১৭০।

বন্দী হলেন ক্বায়েস

ক্বায়েস ইবনু মাসহার জানতেন না যে, কুফার আনাচে কানাচে, ভিতরে বাইরে নিশ্ছিদ্র তল্লাশী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সিংহ সাহসী বীরের মত তিনি হযরত হুসাইনের চিঠি নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ইয়াযীদের নির্দেশে ইতিপূর্বে কুফার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, শহরের বাইরেও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, সন্দেহজনক লোকদেরকে সাথে সাথে বন্দী করার এবং সন্দেহ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি দেয়ার বিশেষ নির্দেশ ছিল ইয়াযীদের পক্ষ থেকে। ক্বায়েস যখন ক্বাদেসিয়ায় পৌঁছলেন তখন কুফার সেনাবাহিনী প্রধান হুসাইন ইবনু নুমাইর তাঁকে বন্দী করে ইবনু জিয়াদের দরবারে পাঠিয়ে দিল।

ক্বায়েসের শাহাদাত

ক্বায়েস ইবনু মাসহারকে ইবনে জিয়াদের দরবারে হাজির করা হল। ইবনে জিয়াদ তাকে প্রাসাদের ছাদে নিয়ে গিয়ে হযরত আলী এবং হুসাইনকে অভিসম্পাত দিতে বলল। ক্বায়েস আল্লাহর প্রসংশা কীর্তন করে বলতে লাগলেন:

হে (কুফাবাসী) লোকেরা! হুসাইন ইবনু আলী আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ছেলে, এবং আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত তাঁর দূত, আমি তাঁকে জুররামা পল্লীর হাজার নামক স্থানে রেখে এসেছি, তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও, তাঁর কথা শুনো এবং তাঁর আনুগত্য করো। অতঃপর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ ও তার পিতাকে অভিসম্পাত দিলেন এবং হযরত আলী ও হুসাইনের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করলেন। ইবনে জিয়াদের নির্দেশে তাঁকে নীচে ফেলে দেয়া হলে তাঁর দেহখানি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় তিনি প্রানে বেঁচে গেলে কেউ একজন তাঁকে জবাই করে খেলা সাঙ্গ করল। কোন কোন বর্ণনা মতে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে হযরত হুসাইনের পত্র বাহক ছিলেন তাঁরই দুধভাই আব্দুল্লাহ। আলবিদায়াহ ৮/১৭০/

মুসলিম, হানী এবং পত্রবাহকের শাহাদাতের সংবাদ : নিঃসঙ্গ হুসাইন

হযরত হুসাইনের বাহিনী এগিয়ে চলেছে কুফা অভিমুখে। তখন পর্যন্ত কেউ জানেন না যে, যেই মুসলিমের আহ্বানে নবী দৌহিত্র, ফাতিমা তনয় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবার পরিজন নিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মক্কা মদীনাকে পিছনে রেখে অজানা ভবিষ্যতের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছেন সেই মুসলিম অনেক আগেই শাহাদাত বরন করেছেন, ইমাম হুসাইন তখনো জানেন না যে, যেই আঠারো হাজার মুসলমানের বাইয়াতের ভিত্তিতে তাঁর এই কঠিন সফর সেই আঠারো হাজারের মধ্যে একজন লোকও মুসলিম ইবনু আক্বীল হত্যার সামান্যতম প্রতিবাদ করার দুঃসাহস করে নাই, তখন পর্যন্ত এই কাফেলার কেউ জানেন না যে, কুফাবাসীরাই ইবনে জিয়াদের ফাসীর মঞ্চে উঠিয়ে দিয়েছে মুসলিম ইবনু আক্বীলকে। কাফেলা এগিয়ে চলেছে। মুসলিম ইবনু আক্বীলের অন্তিম সময়ে, জীবনের শেষ অছিয়াত অনুযায়ী মুহাম্মাদ ইবনু আশআছের প্রেরিত মুসলিমের শাহাদাত ও কুফাবাসীর গাদ্দারীর সংবাদ দাতা হযরত হুসাইনের মুখোমুখী হলেন। হযরত হুসাইন টের পেয়ে

গেলেন, লোকটির সাথে তিনি কথা বলতে চাইলেন না। কাফেলার অন্যান্য লোক জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত হুসাইনকে মুসলিম এবং হানীর শাহাদাতের সংবাদ দিলেন। হযরত হুসাইন অশ্রু সিক্ত নয়নে, দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পড়লেন: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুসাইন এহেন পরিস্থিতিতে মক্কায় ফিরে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু লোকজন মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল। ইতিমধ্যে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রবাহক কায়েস অথবা আব্দুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদও পৌঁছে গেল। ইমাম হুসাইন ঘোষণা দিলেন: আমাদের লোকেরা আমাদেরকে অপদস্ত করেছে, সুতরাং যার ইচ্ছা হয় আমাদেরকে রেখে চলে যেতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে তাকে কোন দোষারূপ করা হবেনা।'' হযরত হুসাইনের এই ঘোষণা শুনে একমাত্র মক্কা থেকে আসা তাঁর সঙ্গী সাথী ছাড়া কুফা এবং অন্যান্য এলাকার যেই সব লোক মক্কা শরীফ কিংবা রাস্তা থেকে এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সবাই যার যার পথ ধরল। হযরত হুসাইন তাঁর একমাত্র আপনজনদেরকে নিয়ে আক্বাবায় যাত্রা বিরতি করলেন। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭০/৭১/

দুস্তর মরুপ্রান্তর : শোকাহত হুসাইন বিন আলী

সঙ্গী সাথীহীন হুসাইন, দুস্তর মরুপ্রান্তর, অশ্রুসিক্ত অতীত, অজানা ভবিষ্যত, কুরআন শরীফ খুলে তিলাওয়াতে বসেছেন ইমাম, গাল বেয়ে দুচোখে অশ্রু ঝরছে, বারবার দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল: এই জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে কে আপনাকে নিয়ে এল হে জান্নাতের যুবরাজ ইমাম হুসাইন! হুসাইন উত্তর দিলেন: এই দেখো কুফাবাসীর চিঠি! এখন তো তাদেরকে আমার হত্যাকারী হিসেবেই দেখছি! যদি তারা এটাই করে তাহলে তারা আল্লাহর এমন কোন হুরমত বাকী রাখবেনা যার অসম্মান তারা করে নাই, আল্লাহ তাদের উপর এমন কাউকে ক্ষমতাশীল করে দিবেন যে তাদেরকে চরম অপদস্ত করবে, এমনকি তারা হবে উম্মাহর সবচেয়ে অপদস্ত / নিকৃষ্ট অংশ। আলবিদায়াহ ৮/১৭১/

কারবালা প্রান্তরে মজলুম হুসাইন : মুখোমুখী হুর ইবনু ইয়াযীদ

কাফেলা নামক প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছলে হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন এই জায়গাটার নাম কি? বলা হল কারবালা। হুসাইন আপন মনে উচ্চারণ করলেন: কারব ও বালা অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট ও আপদ বিপদ। কাফেলা এগিয়ে চলেছে, সময়টা দ্বিপ্রহর, একজন লোকের তাকবীর ধ্বনিতে নবী দৌহিত্র নিঃসঙ্গ হুসাইন ফিরে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন তাকবীর দেয়ার কারণ।লোকটি উত্তর দিলেন, একটি খেজুর বাগান দেখেছি। দুজন লোক বললেন, এই এলাকায় তো কোন খেজুর বাগান নেই! হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমরা ঐ লোকটি কি দেখেছে বলে মনে করো? তাঁরা বললেন: ইহা একটি অশ্বারোহী কাফেলা আমাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কাফেলাকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে গেলেন। ক্রমশঃ অশ্বারোহী কাফেলাটি নিকটবর্তী হলো, ওরা ছিল হুর ইবনু ইয়াযীদের নেতৃত্বে একহাজার অশ্বারোহীর সমন্বয়ে ইবনু যিয়াদের প্রেরিত সেনাবাহিনীর প্রথম কাফেলা। উভয় কাফেলা মুখোমুখী। হুসাইন সাথীদেরকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করতে, নিজেদের এবং বিপক্ষ কাফেলার অশ্বগুলোকে পানি পান করিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। আলবিদায়াহ ৮/১৭৪/

হযরত হুসাইন ও ইবনু ইয়াযীদ : কে হবেন ইমাম

জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল, হযরত হুসাইন তাঁর মুয়াজ্জিন হাজ্জাজ ইবনু মাসরুক কে আজান দিতে বললেন। আজান হলো। হযরত হুসাইন উভয় কাফেলার উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ একটি খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি তাঁর এখানে আসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে, কুফাবাসীরা তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছে তাদের কোন ইমাম নেই এবং তিনি কুফা আগমন করলে তারা তাঁর হাতে বাইয়াত করবে এবং তাঁর সাথে থেকে লড়াই করবে। অতঃপর ইক্বামাত দেয়া হলো, হুসাইন হুরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তোমার সাথীদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নামাজ আদায় করবে? হুর উত্তর দিলেন: না, আপনি ইমামতি করুন, আমরা আপনার পিছনেই নামাজ পড়ব। হযরত হুসাইন নামাজ পড়ালেন। অতঃপর তাবুর ভিতরে সাথীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন। হুর তার কাফেলায় ফিরে গেলেন।

হুরের সাথে হযরত হুসাইনের বাক্যালাপ

আছরের নামাজের সময় হয়ে এল। হযরত হুসাইন সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়লেন এবং সংক্ষিপ্ত একটি খুতবা দিলেন। অতঃপর কুফাবাসীদের চিঠির ব্যাপারে হুরের সাথে হযরত হুসাইনের আলোচনা শুরু হলো। হুর বললেন: এইসব চিঠি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা এবং কারা লিখেছে তাও জানিনা। হুসাইন চিঠির ভান্ডার নিয়ে এসে হুরের সামনে মেলে ধরলেন এবং কয়েকটা চিঠি পাঠও করলেন। হুর বললেন: যারা এইসব চিঠি লিখেছে আমরা ওদের অন্তর্ভূক্ত নই। আর আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে আপনাদের মুখোমুখী হওয়ার পর আপনাকে উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের দরবারে হাজির না করা পর্যন্ত যাতে আমরা আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হই। হুসাইন উত্তর দিলেন: মৃত্যু তার চেয়েও নিকটে। হুসাইন কাফেলাকে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হুর বাধা হয়ে দাঁড়ালো। হুসাইন বললেন: তুমি কি চাও? হুর বললেন: আমি আপনার সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হই নাই, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি আপনাকে কুফায় ইবনু জিয়াদের দরবারে হাজির না করা পর্যন্ত আপনার পিছু না ছাড়ি, আপনি যদি ইবনু জিয়াদের দরবারে যেতে রাজি না হন তাহলে এমন কোন পথ ধরুন যে পথ আপনাকে কুফায়ও পৌঁছাবেনা আবার মদীনায়ও ফিরিয়ে নিয়ে যাবেনা, এবং আপনি ইয়াযীদের কাছে চিঠি লিখুন আপনি চাইলে আমিও ইবনু জিয়াদকে পত্র লিখবো। হয়তোবা আল্লাহ এমন কোন সমাধান দিয়ে দিতে পারেন যাতে আমি আপনার সাথে কোন মন্দ আচরণের মুসিবত থেকে নাজাত পেয়ে যাবো। এজন্যে হুসাইন উজাইব ও কাদেসিয়ার রাস্তা থেকে বাঁ দিকে সরে যাত্রা শুরু করেন। হুর বলেন: আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি নিশ্চিত দেখছি আপনি যদি লড়াই করেন তাহলে নিহত হবেন আর যদি আপনার সাথে লড়াই করা হয় তাহলে আপনি ধ্বংস হবেন। হুসাইন বললেন: তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪/১৭৫।

হুসাইনের কাফেলায় কুফাবাসী চারজন লোক

উভয় কাফেলা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে। কুফা থেকে তারমাহ ইবনু উদাই'র নেতৃত্বে হযরত হুসাইনের কাফেলার উদ্দেশ্যে আগত চারজন লোক উভয় কাফেলার মুখোমুখী হলে হুর তাঁদেরকে বাধা দিতে উদ্যত হলে হযরত তাঁকে মানা করেন। হুর হুসাইনের কথা শুনেন। হুসাইন তাঁদের কাছে কুফাবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। চারজনের অন্যতম মাজমা' ইবনু আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন: নেতৃস্থানীয় লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে, তাদেরকে মোটা অংকের ঘুষ দেয়া হয়েছে, জনসাধারণের অন্তর আপনার সাথে কিন্তু তাদের তরবারী আগামীকাল আপনার বিরুদ্ধে চালিত হবে। হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন: আমার দূত সম্পর্কে তোমরা কি জানো? তারা কায়েস ইবনু মাসহারের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে হযরত হুসাইনের দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি তিলাওয়াত করলেন আল্লাহর বানী: '' তাদের কেউ মৃত্যু বরন করেছে আর কেউ করছে প্রতীক্ষা'' আহযাব ২৩। তারামাহ ইবনু উদাই বলেন: আমি দেখতে পাচ্ছি যেই কাফেলা আপনার কাফেলাকে অনুসরন করে চলেছে আপনার কাফেলাকে খতম করার জন্য ওরাই যথেষ্ট, কুফায় আপনার মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত বিশাল বাহিনীর মুকাবেলায় আপনার এই ক্ষুদ্র কাফেলা তো কিছুই না, আমার অনুরুধ আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আর এক কদমও অগ্রসর হবেন না। তারামাহ হযরত হুসাইনকে তাদের বাজা এবং সালমা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ঐ এলাকার লোকদের সহযোগিতায় শত্রুবাহিনীর মুকাবেলা করার অনুরুধ জানান। তারামাহ তাঁর অনুগত ত্বাই গোত্রের দশ হাজার দুর্ধর্ষ যুদ্ধাও হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করবে বলে আশ্বাস দেন। হযরত হুসাইন বলেন: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তারামাহ বিদায় হয়ে যান। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড। পৃষ্ঠা ১৭৫/৭৬।

হযরত হুসাইনের স্বপ্ন : পরিস্থিতি নতুন মোড় নিল

দোসরা মুহাররম। কাফেলা এগিয়ে চলেছে। হযরত হুসাইন সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। একটা কিছু স্বপ্নে দেখে এই বলে জেগে উঠলেন: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আমি স্বপ্নে দেখলাম জনৈক অশ্বারোহী বলছে: কাফেলা এগিয়ে চলেছে, তাঁদের মৃত্যুও তাঁদের সাথে সাথে চলছে। এতে আমি বুঝে নিয়েছি যে, এটা আমাদের শাহাদাতের সংবাদ। সাথীদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন অতঃপর সামান্য বাঁ দিকে সরে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। কাফেলা যখন নাইনাওয়া পৌঁছল, কুফা থেকে ইবনু জিয়াদের একজন দূত এসে হুর ইবনু ইয়াযীদের সাথে দেখা করে একটি চিঠি হস্তান্তর করল, লোকটি হুরকে সালাম দিল কিন্তু হযরত হুসাইনকে সালাম দিলনা। ইবনু জিয়াদের চিঠির মর্ম ছিল: হুসাইনকে ইরাক মুখী করে দাও, এমন পথে যে পথে কোন দুর্গ বা জনবসতি নেই, যতক্ষণ না আরো নতুন সৈন্য এসে যোগ না দেয়। আলবিদায়াহ ৮/ ১৮৭।

উমর ইবনু সা'দের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের আগমন

ইবনু জিয়াদ দাইলাম অভিযানের কথা বলে উমর ইবনু সা'দের নেতৃত্বে চারহাজার সৈন্যের একটি কাফেলা অস্ত্রসজ্জিত করে। উমর ইবনু সা'দকে প্রথমে হুসাইনের মুকাবেলা করে তারপর দাইলাম অভিযানের কথা বলা হয়। উমর হুসাইনের মুকাবেলার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা বলেন, এনিয়ে ইবনু জিয়াদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। উমর কিছু সময় প্রার্থনা করেন। উমর যার কাছেই পরামর্শ চান তিনিই তাঁকে হুসাইনের মুকাবেলা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। এমনকি তাঁর ভাগিনা ইবনু হামজাহ বলেন: খবরদার তুমি হুসাইনের বিরুদ্ধে অভিযান করবেনা, তাহলে তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহর শপথ তুমি সারা দুনিয়ার ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এটা তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে হুসাইনের রক্ত নিয়ে হাজির হওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম হবে। উমর হুসাইনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে ইবনু জিয়াদ তাঁকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে অপসারণ এবং হত্যার হুমকি দেয়। তেসরা মুহাররাম। উমর ইবনু সা'দ চার হাজার সৈন্য নিয়ে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখোমুখী হয়। আলবিদায়াহ ৮/১৭৬/

মক্কায় ফেরত যেতে হুসাইনের প্রস্তাব

ইবনু জিয়াদের চারহাজার সেনাবাহিনী প্রধান উমর ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস হুসাইনের কাছে কুফা আগমনের কারণ জানতে চান। হুসাইন কুফাবাসীদের চিঠির কথা বলেন এবং বলেন বর্তমানে তারা যদি আমাকে না চায় তাহলে আমি মক্কায় ফেরত চলে যাবো। উমর খুশী হয়ে বলেন: আশা করি আল্লাহ আমাকে তাঁর মুকাবেলা করা থেকে রক্ষা করবেন। তিনি ইবনু জিয়াদকে পত্র লিখেন। ইবনু জিয়াদ নির্দেশ দিল: হুসাইনের কাফেলায় পানি সরবরাহের সকল পথ বন্ধ করে দাও এবং হুসাইন এবং তাঁর সাথীদেরকে আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার অনুকূলে বাইয়াতের আহ্বান জানাও। যদি তাঁরা এই কাজ করেন তাহলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করব। নির্দেশ মুতাবেক পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হল। পানি পিপাসায় হুসাইনের কাফেলার আমর ইবনুল হাজ্জাজ শাহাদাত বরণ করলেন। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬/৭৭/

সমস্যা সমাধানে হযরত হুসাইনের প্রস্তাব

হযরত হুসাইনের প্রস্তাবে উমর ইবনু সা'দ এবং হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সন্ধ্যায় বৈঠকে মিলিত হলেন, অনেক রাত পর্যন্ত বৈঠক হলো। কোন কোন বর্ণনা মতে এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় কাফেলাকে যথাস্থানে অপেক্ষমান রেখে তাঁরা উভয় (হুসাইন ও উমর) ইয়াযীদের কাছে যাবেন। উমর বললেন: ইবনু জিয়াদ আমার ঘর বাড়ি ধ্বংস করে দিবে। হুসাইন বললেন: যেমন ছিল তা চেয়ে উত্তম করে আমি তোমার ঘর বানিয়ে দেব। উমর বললেন: সে আমার ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে। হুসাইন বললেন: আমার হেজাজের সম্পদ থেকে তোমাকে তারচেয়ে অধিক দিয়ে দেব। উমর সম্মত হল না। অন্য বর্ণনায় হুসাইন প্রস্তাব দিলেন: হয়তো উভয় ইয়াযীদের কাছে যাবেন, ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে তিনি নিজের ব্যাপারে তার (ইয়াযীদের) সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ

দিবেন নতুবা হুসাইনকে হেজাজ ফেরত যেতে দেয়া হবে অথবা তাঁকে নিকটবর্তী কোন সীমান্তে যেতে দেয়া হবে যেখানে তিনি আমৃত্যু তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আবু মুখান্নাফ আব্দুর রাহমান ইবনে জুনদুব ইবনে উক্ববা ইবনে সামআন থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুররাহমান বলেন: আমি মক্কা থেকে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হওয়া পর্যন্ত হযরত হুসাইনের সাথী ছিলাম, আল্লাহর শপথ তিনি যেখানে যা' ই বলেছেন সবই আমি শুনেছি, হুসাইন ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে সমস্যা সমাধান কিংবা নিকটবর্তী কোন সীমান্তে যাওয়ার কথা বলেননি, হুসাইন দুটি প্রস্তাব রেখেছিলেন: হয়তোবা তাঁকে মক্কা ফেরত যেতে দেয়া হবে নতুবা যারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে তিনি ওদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারেন। উমর হুসাইনের প্রস্তাব সম্পর্কে ইবনু জিয়াদকে অবহিত করলেন।

আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯/৭৮।

ইবনু জিয়াদ রাজী : সীমারের বিরুধিতা

হুসাইনের প্রস্তাবে ইবনু জিয়াদ রাজি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সীমার বলল আমার এখানে ষড়যন্ত্রের সন্দেহ হচ্ছে, আমার কাছে খবর এসেছে উমর এবং হুসাইন প্রায় সারা রাত গোপনে বৈঠক করে। সীমারের বিরুধিতার কারণে ইয়াযীদ সীমারকে উমর ইবনু সা' দের কাছে পাঠাল, সাথে নির্দেশ নামা: হুসাইনকে আমার আনুগত্যে বাধ্য করো নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। সীমারকে বলে দিল, যদি উমর নির্দেশ পালনে গড়িমসি করে তবে তাকে হত্যা করে তুমি কাফেলার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।
৯ই মুহাররাম। বৃহস্পতিবার। সীমার ইবনু জিয়াদের ফরমান নিয়ে উমরের সামনে হাজির হলো, উমর সীমারের উদ্দেশ্যে বললেন: আল্লাহ তোমার ঘর ধ্বংস করুন, তোমার নিয়ে আসা ফরমানকে আল্লাহ মলিন করুন, আল্লাহর শপথ আমার মনে হয় হুসাইনের প্রস্তাবিত আমার পাঠানো সমাধানের তিনটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমিই তাকে (ইবনু জিয়াদ) প্রভাবিত করেছ। সীমার বলল: তুমি কি করতে চাও? তুমি কি ওদের সাথে লড়াই করবে নাকি তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে? উমর বলল: না, তোমাকে সে সুযোগ দেয়া হবেনা, আমিই এ দায়িত্ব পালন করব। উমর তার বাহিনীকে মুকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল। আলবিদায়াহ ৮/১৭৭।

চারজনের নিরাপত্তার ঘোষণা : হুসাইনের জন্য প্রত্যাখ্যান

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবিল মাহাল্ল এর অনুরুধে ইবনু জিয়াদ হুসাইনী কাফেলার অন্তর্ভুক্ত চারজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একটি ফরমান জারী করল। এরা হলেন, আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জা' ফর ও উসমান। ময়দানে গিয়ে সীমার আওয়াজ দিল: আমাদের বোনের সন্তানেরা কোথায়? আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জা' ফর ও উসমান সামনে অগ্রসর হলেন। সীমার বলল: তোমরা নিরাপদ। তাঁরা উত্তর দিলেন: তুমি যদি আমাদের এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তানের নিরাপত্তা দিতে পারো তবে ঠিক আছে, নতুবা তোমার নিরাপত্তার দরকার নাই। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭/৭৮।

হুসাইনের স্বপ্ন : মুকাবেলার আহ্বান

৯ই মুহাররাম। বৃহস্পতিবার, বাদ আছর। হুসাইন তাবুর সামনে মাটিতে বসে আছেন, হঠাৎ তন্দ্রা এসে মাথাটি একদিকে কাৎ হয়ে গেল। উমর ইবনু সা'দ তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসরমান। একটি আওয়াজ শুনে যায়নাব দৌড়িয়ে আসলেন, হুসাইনকে জাগালেন, তাঁর মাথাটি আবার কাৎ হয়ে গেল, তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বলছেন: আমার কাছে তোমার আসার সময় হয়ে গেছে। যায়নাব কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন, হুসাইন বোনকে সান্ত্বনা দিলেন। আব্বাস ইবনু আলী এসে বলেন: ভাই, ওরা এসে গেছে। হুসাইন বললেন: জিজ্ঞাসা করে দেখ তারা কি চায়। আব্বাস ২০জন অশ্বারোহী সহ সামনে অগ্রসর হলেন, জানতে চাইলেন: তোমরা কি করতে চাও? তারা উত্তর দিল: আমীরের নির্দেশ, তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করলে আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করবো। আব্বাস তাদেরকে বললেন: তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, আমি আবুআব্দিল্লাহ'র মতামত নিয়ে আসছি। ফিরে আসলেন আব্বাস, হুসাইনের পক্ষ থেকে দোয়া দরুদ, সালাত ও অছিয়তের উদ্দেশ্যে আগত রাত্রির জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার অনুরোধ করলেন। উমর ইবনু সা'দ শীমার সহ নেতৃস্থানীয়দের পরামর্শক্রমে একরাত্রির সুযোগ দিয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলো। আলবিদায়াহ ৮/১৭৮।

আহলে বাইতের সাথে জীবনের শেষ রাত

হুসাইন সাথীদেরকে বিভিন্ন অছিয়ত করলেন। রাত্রের প্রথমাংশে সাথীদের উদ্দেশ্যে একটি খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন ও রাসূলের উপর দরুদ প্রেরণ শেষে তিনি বললেন: যে তাঁর পরিবার বর্গের কাছে ফিরে যেতে চায় আমি তাকে অনুমতি দিলাম, ওরা আমাকে চায়, আমার আহলে বাইতের কোন এক লোকের হাত ধরে তোমরা সবাই এই রাতের আধারে তোমাদের দেশে বন্দরে চলে যাও, ওরা আমাকেই চায়, তারা আমাকে পেয়ে গেলে আর কাউকে খুজবেনা, তোমরা চলে যাও। সাথীরা উত্তর দিলেন: আপনার পরে আমাদের এই জীবনের কোন মূল্য নাই, হুসাইন বললেন: হে আক্বীলের সন্তানেরা, মুসলিম তোমাদের জন্য যথেষ্ট, তোমরা চলে যাও আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম। সকলেই ইমামকে রেখে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন: আমরা আমাদের জান মাল সবই আপনার জন্য কুরবান করবো। বোন যায়নাব অত্যধিক কান্নাকাটি শুরু করলেন, হুসাইন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন: বোন জেনে রাখো, বিশ্ববাসী মরণশীল, আকাশবাসীরাও বাকী থাকবেনা, সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, যিনি স্বীয় কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকলকে মৃত্যু দিবেন আবার পুনর্জীবন দান করবেন, জেনে রাখো আমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আমার মা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আমার ভাইও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, এবং আমার জন্য, তাঁদের জন্য, সকল মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন উত্তম আদর্শ। তিনি তাঁর ইন্তেকালের পর অত্যধিক কান্নাকাটি বিলাপ না করার জন্য সবাইকে অছিয়ত করেন। হুসাইন এবং তাঁর সাথীরা সারারাত ভরে সালাত, ইস্তেগফার, দোয়া দরুদ, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আহাজারীতে মগ্ন থাকলেন। শত্রুবাহিনীর পাহারাদারগণ হুসাইনের তাবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, হযরত

হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন তিলাওয়াত করছিলেন: কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সেই অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছো।'' রাত কেটে গেল। হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জীবনের শেষ ফজরের নামাজ আদায় করলেন সাথীদের নিয়ে। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯/৮০।

১০ই মুহাররাম শুক্রবার : কেঁদে উঠলো কারবালা

৬১হিজরী, ১০ই মুহাররাম শুক্রবার, কারবালা প্রান্তর, ইতিহাসের নিকৃষ্টতম অধ্যায় যেখানে সূচিত হলো। ফজরের নামাজ পড়েই উমর ইবনু সা'দ যুদ্ধ ঘোষণা করলো। হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাথীদের নিয়ে সালাতুল ফজর আদায় করে মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর কাফেলাতে ৩২জন অশ্বারোহী এবং ৪০জন পদাতিক মুজাহিদ ছিলেন। হুসাইন তাঁর ডান পাশে মোতায়েন করলেন জুহাইর ইবনুল কীন এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ, বাম পাশে মোতায়েন করলেন হাবীব ইবনুল মুত্বাহহার এর নেতৃত্বে আরেকদল মুজাহিদ আর সেনাপতি নিয়োগ করলেন তাঁর ভাই আব্বাস ইবনু আলীকে। তাবুগুলোকে পিছনে রেখে তার পিছনে গর্ত করে তাতে জ্বালানী দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন যাতে পিছন থেকে কেউ হামলা করতে না পারে।

হযরত হুসাইনের ভাষণ

উভয় কাফেলা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। হযরত হুসাইন তাবুতে ফিরে গেলেন, গোসল করলেন, খুব বেশী পরিমানে আতর মাখলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ। অতঃপর হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোড়ায় আরোহন করলেন, সাথে একটি কুরআন শরীফ নিলেন এবং বিরুদ্ধ কাফেলার মুখোমুখী হয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ সকল মুসিবতে তুমিই আমার ভরসা, বিপদকালে তুমিই আমার কামনা ও বাসনা। শত্রুদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে লোক সকল! আমার কিছু কথা শুনো। সকলেই নীরব হয়ে গেল। হুসাইন আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে বলতে শুরু করলেন: হে লোক সকল যদি তোমরা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে এবং আমাকে ইনসাফ করতে তবে তোমরা এখনো অনেক সুখী হতে, আমার মুকাবেলার কোন কারণ তোমাদের জন্য বাকী থাকতনা, যদি তোমরা (এখনো) আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করো তবে:'' এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত করো এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিওনা। (ইউনুস ৭১) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুতঃ তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (আ'রাফ ১৯৬)''

হযরত হুসাইনের এই ভাষণ শুনে কাফেলার মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। হুসাইন ভাই আব্বাসকে পাঠিয়ে তাঁদেরকে চুপ করালেন। অতঃপর ইমাম নিজের মহান পরিচয় দিয়ে বললেন: হে লোক সকল, তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করো, আমার মত কারো সাথে লড়াই করা

কি তোমাদের জন্য শুভা পায়? আমি তোমাদের নবীর কন্যার সন্তান, আমি ছাড়া এই ইহ জগতে কোন নবীর কন্যার সন্তান বাকী নাই, আমার পিতা আলী, জুলজানাহাইন জা' ফর আমার চাচা, সাইয়িদুশ্ শুহাদা হামজা আমার পিতার চাচা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি এবং আমার ভাই (হাসান) সম্পর্কে বলেছেন: এরা জান্নাতবাসী যুবকদের যুবরাজ? আমার কথা যদি তোমরা বিশ্বাস করো তবে তা' ই একমাত্র হক্ব। আল্লাহর শপথ যেদিন থেকে জেনেছি যে, মিথ্যার উপর আল্লাহর অভিশাপ সেদিন থেকে কোন মিথ্যা কথা বলিনি। তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাথী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ, সাহল ইবনু সা' দ, জায়েদ ইবনু আরক্বাম, আনাস ইবনু মালিক এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁরা তোমাদেরকে বলবেন। ধ্বংস তোমাদের জন্য, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? আমার রক্তপাত করতে তোমাদের কি কোন বাঁধা নাই? কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বলতে লাগলেন: আমাকে বলো আমি কি তোমাদের কাউকে হত্যা করেছি যার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ তোমরা? অথবা আমি কি কারো মাল লুট করেছি? অথবা কাউকে কি আহত করেছি যার ক্বিসাছের জন্য তোমরা সমবেত হয়েছ? তারা কোন উত্তর দিতে পারলনা। ইমাম বলতে লাগলেন: হে শাবীছ ইবনু রিবঈ, হে হাজ্জার ইবনু আবজার, হে ক্বায়েস ইবনু আশআ' স, হে জায়েদ ইবনু হারিস তোমরা কি আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখনি? তারা অস্বীকার করল। হুসাইন বললেন: সুবহানাল্লাহ, তোমরা অবশ্যই লিখেছ।

হে লোক সকল: তোমরা যদি আমার আগমনকে পছন্দ না করো তাহলে আমাকে অন্যত্র চলে যেতে দাও, আমাকে এমন জায়গায় চলে যেতে দাও যেখানে আমার নিরাপত্তা রয়েছে। ক্বায়েস ইবনুল আশআ' স এবং তার সাথীরা বলল: আপনি আপনার চাচাতো ভাই (ইবনু জিয়াদ) এর আনুগত্য মেনে নিচ্ছেন না কেন? তারা আপনাকে কোন কষ্ট দিবেনা, এমন কোন ব্যবহারও করবেনা যা আপনার মনোকষ্টের কারণ হবে। হুসাইন বললেন: '' যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করেনা এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি'' (মু' মিন ২৭) তুমি কি চাও বনু হাশিম তোমাদের কাছে মুসলিম ইবনু আক্বীল অপেক্ষা অধিক রক্তপনের দাবী করবে? (অর্থাৎতোমরা কি মুসলিমের মত আরো কাউকে হত্যা করতে চাও) আল্লাহর শপথ আমি লাঞ্ছনা এবং তাদের দাসত্ব স্বীকার করবোনা। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩/৮১।

হুর ইবনু ইয়াযীদের হুসাইনী কাফেলায় যোগদান

উমর ইবনু সা' দ তার বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করল। সে ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে আমর ইবনুল হাজ্জাজ, বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে শীমার, অশ্বারোহীদের নেতৃত্বে আজরা ইবনুল ক্বায়েস, পদাতিকদের নেতৃত্বে শাবীছ ইবনু রিবঈকে নিয়োগ করল। প্রধান সেনাপতি ওয়ারদান এবং সম্মুখবাহিনীর নেতৃত্বে হুর ইবনু ইয়াযীদকে মুতায়েন করল। ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে মানবেতিহাসের নির্মমতম যুদ্ধ শুরু হল। হুর ইবনু ইয়াযীদ ৩০জন অশ্বারোহী নিয়ে হযরত হুসাইনের কাফেলাকে আক্রমণ করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বাধীন সবাইকে নিয়ে পক্ষ পরিবর্তন করে হযরত হুসাইনের কাফেলায় যোগদান করে ইমামের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন: আমি যদি ওদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আগে ওয়াকিবহাল হতাম তবে অবশ্যই আপনাকে নিয়ে ইয়াযীদের দরবারে হাজির হতাম। অতঃপর উমর ইবনু সা' দকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৌহিত্রের

প্রস্তাবিত সমাধানের তিনটি পথের একটিও কি গ্রহণ করবেনা? আল্লাহর শপথ আমি হলে গ্রহণ করতাম। আলবিদায়াহ ৮/ ১৮১।

হে উমর আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন! তুমি কি এই লোকটার সাথে যুদ্ধ করবে? হে কুফার লোকেরা! তোমরা কি হুসাইনকে এজন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছ যে, তিনি আসলে তাঁকে দুশমনের হাতে তুলে দিবে? তোমরাই তো শপথ করেছিলে যে, তাঁর জন্য তোমরা তোমাদের সবকিছু কুরবান করবে এখন তোমরাই তাঁকে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়েছ? তোমরা আল্লাহর এই বিশাল বিস্তৃত দুনিয়ার নিরাপদ কোন স্থানেও তোমরা তাঁকে যেতে দিচ্ছনা, কুকুর এবং শুকরের জন্যও যেখানে যেতে কোন মানা নেই! ফোরাতের প্রবাহিত পানিও তোমরা পিপাসা কাতর হুসাইন পরিবারের জন্য বন্ধ করে দিয়েছ বিনা বাধায় কুকুর এবং শুকরও যে পানি পান করে! মুহাম্মাদের বংশধরদের সাথে তোমাদের এহেন ব্যবহার কতইনা নিকৃষ্ট, আল্লাহ মহাপিপাসার দিন তোমাদেরকে পিপাসিত রাখুন যদি তোমরা তাওবা না করো এবং এইদিন এই সময়ে তোমাদের পদক্ষেপ থেকে বিরত না থাক। উমর বলে: ব্যাপারটি আমার হলে আমি হুসাইনের কথা মেনে নিতাম। হুর বলেন: তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা হুসাইন এবং তাঁর পরিবারের নির্দোষ মহিলা ও কন্যাদেরকে প্রবাহিত ফোরাতের পানি থেকে বঞ্চিত করেছ যেই পানিতে ইহুদী, খৃষ্টান, জীব জানোয়ার সকলের অধিকার রয়েছে, তিনি যেন তোমাদের হাতে বন্দী! আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮২।

জুহাইর ইবনুল ক্বীন এর ভাষণ

হে কুফার লোকেরা! এক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে অন্য মুসলমান কে নসীহত করা। আমরা এখন পর্যন্ত ভাই ভাই, এক ধর্ম, এক দল, যতক্ষণ না আমাদের মাঝখানে তলোয়ার স্থান করে নেয়, তলোয়ার যখন স্থান পাবে ইসমত তখন উঠে যাবে এবং আমরা একপক্ষ আর তোমরা আরেক পক্ষে পরিণত হবে। আল্লাহ তাঁর নবীর সন্তানদেরকে দিয়ে আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে, আমরা তাঁদের কি হক্ব আদায় করি। আমরা তোমাদেরকে তাঁর সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা যদি তাঁদেরকে সাহায্য না করো তবে তাঁদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমরা ব্যাপারটি উনি এবং উনার চাচাত ভাই ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার জন্য ছেড়ে দাও (তাঁরা তাঁদের সমস্যা আপোষে সামাধা করে নিবেন) আমি শপথ করে বলছি, হুসাইনকে হত্যা না করার কারণে তিনি তোমাদের উপর নারাজ হবেন না। সীমার অধৈর্য হয়ে জুহাইরকে লক্ষ্য করে তীর মারল।

আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮১/৮২।

শুরু হল হামলা

উমর বিন সা'দ তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ শুরু করল। প্রথমে শুরু হল মল্ল যুদ্ধ, এতে হুসাইনী কাফেলার যুদ্ধারা পরপর বিরুদ্ধীদেরকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। হুসাইনী কাফেলার মুসলিম ইবনু আওসাজা মারাত্মক আহত হলেন, জীবনের শেষ মূহূর্ত, হুসাইন কাছে এলেন, তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করলেন, হাবীব ইবনু মুতাহহার তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে মুসলিম হাবীবের জন্য দোয়া করলেন, হাবীব বললেন: আমি যদি জানতাম যে, আমি আপনার

পরপর শহীদ হবোনা তবে আমি আপনার কোন অছিয়ত থাকলে তা পূরণ করতাম, মুসলিম বললেন: আমি আপনাকে মৃত্যু পর্যন্ত হুসাইনকে রক্ষার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার অছিয়ত করছি, তিনিই হুসাইনী কাফেলার প্রথম শহীদ । ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখে মল্লযুদ্ধ বাদ দিয়ে সম্মিলিত হামলা করার জন্য উমর ইবনু সা'দকে তারা পরামর্শ দিল। উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হল, অনেক হতাহত হল। শীমার তার বাহিনী নিয়ে হুসাইনকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগল, আহলে বাইতের সাথীরা জীবন দিয়ে তাকে প্রতিহত করলেন। শীমার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিতে উদ্যত হল, হুসাইন বললেন: আল্লাহ তোকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিন।

ইতিমধ্যে জোহরের নামাজের সময় হয়ে এলে সাথীদের নিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জোহরের নামাজ আদায় করলেন। জোহর পরে যুদ্ধ আরো তীব্র হল। জুহাইর ইবনুল ক্বীন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। নাফি' ইবনুল হিলাল শীমারের ১২জন যুদ্ধাকে হত্যা করে বন্দী হলেন, উমর ইবনু সা'দের সামনে নেয়ার পর শীমার তাঁকে হত্যা করল। সাথীরা যখন আত্মরক্ষা এবং হুসাইনকে রক্ষার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন তখন সবাই হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে শহীদ হওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের জন্য মনখুলে দোয়া করতে লাগলেন। একে একে সাথীরা প্রায় সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। বড় ছেলে আলী আকবর নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়তে পড়তে সম্মুখে অগ্রসর হোন:

আমি হুসাইন ইবনু আলীর পুত্র, কাবার প্রভুর কসম আমরাই নবীর নিকটতম সঙ্গী। দুর্ভাগা মুররা বিন মুনক্বিজ বিন নুমান তাঁকে বর্শাঘাত করে, কয়েকজন এসে তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে। হুসাইন দোয়া করেন: আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন, যারা তোমাকে হত্যা করেছে । ক্বাসিম বিন হাসান বিন আলী এগিয়ে আসেন, উমর বিন সা'দ তাকে আক্রমণ করে, ক্বাসিম চিৎকার দিয়ে উঠেন: চাচাজান! হুসাইন দৌড়ে এসে উমরকে আক্রমণ করেন, কনুইর কাছে তার হাত বিখণ্ডিত হয়ে যায়, চিৎকার দিয়ে সে সরে যায়, হুসাইন ক্বাসিম বিন হাসানের মাথার কাছে এসে দাঁড়ান, যন্ত্রনাকাতর ক্বাসিম তখন হাত-পা ছুড়ছিলেন, তিনি বললেন: ধ্বংস হোক ওই সম্প্রদায় যারা তোমাকে হত্যা করেছে। হুসাইন তাঁকে বুকে তুলে নিলেন এবং তাঁকে এনে আলী আকবর এবং আহলে বাইতের অন্যান্য লাশের পাশে শুইয়ে দিলেন। বোন জয়নব বিলাপ করে তাবু থেকে বেরিয়ে আসেন, হুসাইন তাঁকে ধরে তাবুতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। হুসাইন তাঁর তাবুর দরজায় ফিরে দাঁড়ালেন, তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে কোলে তুলে নিলেন, চুমু দিলেন, অছিয়ত করলেন, ইত্যবসরে বনী আসাদ গোত্রের জনৈক পাপিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দিল, হুসাইন নিষ্পাপ শিশুটির রক্ত হাতে তুলে নিলেন এবং আকাশের দিকে ছুড়ে মেরে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ আকাশের কোন সাহায্য যদি আমাদের নসীবে না থাকে তবে যা মঙ্গলজনক তা'ই করো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তুমি জালিমদের প্রতিশোধ নিও। হে আল্লাহ যারা আমাদেরকে ইজ্জত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনে আমাদেরকে হত্যা করল তুমি তাঁদের ফায়সালা করিও। আব্দুল্লাহ বিন উক্ববা নামক আরেক নরাধম আবুবকর বিন হুসাইনকে লক্ষ্য করে তীর মারে, তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। একইভাবে আব্দুল্লাহ, আব্বাস, উসমান, জা'ফর সহ সবাই শাহাদাত বরণ করলেন। আলবিদায়াহ ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫/১৮২/১৮৪/১৮৫/১৮৮/১৯১।

শাহাদাতে হুসাইন

সাথীরা সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। হুসাইন অনেক্ষন পর্যন্ত মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন। যেই তাঁকে লক্ষ্য করে আসে সেই ফেরত চলে যায়। হুসাইন হত্যার দায়িত্ব কেউ নিতে চায়না। মালিক বিন বশীর নামীয় জনৈক লোক এগিয়ে এসে হযরত হুসাইনের মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানে, তিনি মারাত্মক আহত হোন, তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল, চাদরটি রক্তাক্ত হয়ে যায়, তিনি চাদরটি ছুড়ে ফেলে দেন এবং পাগড়ী এনে পরিধান করেন। পিপাসাকাতর হুসাইন ফুরাতের পানি পান করতে চেষ্টা করেন, বাঁধা আসে, হুসাইন বিন তামীম নামে জনৈক পাপাত্মা হুসাইনের মাথা লক্ষ্য করে তীর মারল। তীরটি তালুতে আঘাত করল, হুসাইন তীরটি শক্ত করে ধরে উপড়ে ফেললে তীব্র গতিতে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, হুসাইন দুই হাত ভরে রক্ত নিয়ে হস্তদ্বয় আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন, আকাশের দিকে রক্ত ছুড়ে মেরে বদদোয়া করলেন, মুহুর্তকাল পরে যেই লোকটি হুসাইনকে তীর মেরেছিল তীব্র পিপাসায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারালো।

এবার শীমার দশজন লোক নিয়ে হুসাইনকে ঘিরে ফেলল, শীমার সবাইকে আঘাত করার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল, কিন্তু কেউ সাহস করে হুসাইনকে আঘাত করতে উদ্যত হলনা, আবু জুনদুব শীমারকে বলল: তুমি আঘাত হানছনা কেন? উভয়ের মধ্যে এনিয়ে বাক বিতন্ডা হল। অবস্থা বেগতিক দেখে শীমার আরো কিছু লোক নিয়ে এল এবং সবাইকে একসাথে হামলা করার জন্য নির্দেশ দিল, নির্দেশ মুতাবেক সবাই একসাথে মজলুম হুসাইনকে হামলা করে বসল, হুসাইনও বীরবিক্রমে জীবনের শেষ মূহুর্তে তাদের মারমুখী হামলা প্রতিহত করতে লাগলেন, কিন্তু জালিমদের বহুমুখী হামলার মুকাবেলায় মজলুম হুসাইন বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না, জারআ' বিন শুরাইক তাঁর বাম কাধে আঘাত করল, সিনান বিন আবু আমর বিন আনাস এগিয়ে এসে ইমামকে বর্শাঘাত করল, নবী দৌহিত্র আহলে বাইতের নয়নমণি মা ফাতিমার কলিজার টুকরা হুসাইন মাটিতে পড়ে গেলেন, সিনান ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ইমামের দেহ থেকে মাথাটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। মতান্তরে শীমার জবাই করেছিল জান্নাতের যুবরাজ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।*

ইমামের মস্তকটি তুলে দেয়া হল খাওলা বিন ইয়াযীদের কাছে। ইমামের দেহে ৩৩টি বর্শাঘাত এবং ৩৪টি তরবারীর আঘাত ছিল। শীমার অসুস্থ ইমাম জাইনুল আবিদীন (রাঃ)কে হত্যা করতে উদ্যত হলে উমর বিন সা'দ বাধা প্রদান করে। হুসাইনের সাথে আহলে বাইতের ১৬ মতান্তরে ১৭ মতান্তরে ২৩জন পুরুষ শাহাদাত লাভ করেন। *আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭-২০।*

ইবনে জিয়াদের দরবারে শুহাদায়ে কেরামের মস্তক

খাওলা বিন ইয়াযীদ হযরত হুসাইনের মস্তক নিয়ে ইবনে জিয়াদের কাছে জমা দেয় ১১ই মুহাররাম শনিবার সকালবেলা, অন্যান্য শুহাদায়ে কেরামের মস্তকও হাজির করা হয়। মোট মস্তকের সংখ্যা ছিল ৭১টি। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিজী এবং ইমাম আহমাদ (রাঃ) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: ইবনে জিয়াদের কাছে হযরত হুসাইনের মস্তক হাজির করা হলে তা একটি পাত্রে রাখা হল, ইবনু জিয়াদ তার হাতের ছোট লাঠি দিয়ে হুসাইনের চোখে, মুখে এবং নাকে মৃদু আঘাত

করে এর সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কিছু বলল, আনাস বললেন: তিনি তাঁদের (আহলে বাইতের) মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ন ছিলেন। তাঁর মস্তকটি একধরনের ঘাসমিশ্রিত ছিল।

বুখারী শরীফ : কিতাবুল মানাক্বীব ৩৩৬৫। তিরমিজী শরীফ : কিতাবুল মানাক্বীব : ৩৭১১। মুসনাদে ইমাম আহমদ ১৩২৫১।

ইমাম বাজ্জার আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: ইবনে জিয়াদের কাছে হযরত হুসাইনের মস্তক হাজির করা হলে সে তার হাতের ছোট্ট লাঠি দিয়ে হুসাইনের সামনের দুই দাতে মৃদু আঘাত করে এর সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কিছু বলল, আমি বললাম: তোমার দুর্গতি অনিবার্য (জাইদ ইবনে আরক্বাম থেকে ত্বাবারানীর বর্ণনায়: আমি বললাম তোমার লাঠিটি উঠাও) কেননা তোমার লাঠি যেখানে আঘাত করছে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে মুখ লাগিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। ইবনে জিয়াদ তখন বিরত হল। ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, মানাক্বিবে হাসান ও হুসাইন।

কোন কোন বর্ণনায় যাইদ কেঁদে ফেললেন, ইবনে জিয়াদ বলল: আল্লাহর শপথ তুমি যদি বয়োবৃদ্ধ না হতে তবে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। যাইদ বললেন: ওহে আরবের লোকেরা! তোমরা ফাতিমার পুত্রধনকে করেছ হত্যা আর মারজানার পুত্রকে বানিয়েছ আমীর, সে তোমাদের শ্রেষ্টব্যক্তিদের হত্যা করছে এবং দুষ্টমতিদেরকে গোলাম বানাচ্ছে, লাঞ্চনায় যে সন্তুষ্ট হয় সে ধ্বংস হোক। আলবিদায়াহ ৮/১৯২।

ইবনে জিয়াদের মুখোমুখী ইমাম জাইনুল আবিদীন

ইবনে জিয়াদ ইমাম জাইনুল আবিদীনকেও হত্যা করতে চেয়েছিল, ছোট বালক জাইনুল আবিদীন বললেন: এই মহিলাদের সাথে তোমার যদি আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তাঁদের সাথে হেফাজতের জন্য একজন পুরুষ লোক পাঠিও। ইবনে জিয়াদ বলল: তুমি আসো, অতঃপর তাঁকেই খাওয়াতিনদের সাথে পাঠাল। অন্য বর্ণনায় সে তাঁকে দেখে বলল: তোমার নাম কি? তিনি বললেন: আমি আলী বিন হুসাইন। সে বলল: আলী বিন হুসাইন কি নিহত হয় নাই? তিনি নিশ্চুপ দাড়িয়ে রইলেন। ইবনে জিয়াদ বলল: তুমি কথা বলছনা কেন? আলী বললেন: আমার এক ভাই ছিলেন তাঁকেও আলী বলা হতো। সে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, আলী বললেন: এই মহিলাদের দায়িত্ব কে নেবে? ফুফু যায়নাব তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন: হে ইবনে জিয়াদ! তুমি কি এখনো আমাদের রক্তে তৃপ্ত হতে পারো নাই? আল্লাহর নামে আমি তোমাকে অনুরুধ করি, তুমি যদি ঈমানদার হও তবে আমাকে হত্যা না করে তাঁকে হত্যা করো না। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩/১৯৪।

ইবনে জিয়াদের দরবারে আহলে বাইতের সদস্যগণ

উমর বিন সা'দ আহলে বাইতের সদস্যগণের পানাহার এবং পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কুফায় ইবনে জিয়াদের দরবারে প্রেরণ করে। মহিলারা যুদ্ধস্থলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন মাটিতে পড়ে থাকা হুসাইন ও তাঁর সাথীদের দেহসমূহ দেখে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা ইবনে জিয়াদের দরবারে নীত হলেন, ইবনে জিয়াদ তাঁদের যথাসম্মানের সাথে খাওয়া পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করল। মলিন বস্ত্র পরিহিতা যায়নাব ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন, তাঁর বাঁদীরা তাঁকে বেষ্টন করে রাখল। ইবনে জিয়াদ বলল: এই মহিলাটি কে? যায়নাব কোন কথা বললেন না।

বন্দীদের একজন বলল: উনি যায়নাব বিনতে ফাতিমা। ইবনে জিয়াদ বলল: প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, হত্যা করেছেন এবং তোমাদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। সাথে সাথে যায়নাব উত্তর দিলেন: প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে পূর্ণ পবিত্র করেছেন, বস্তুতঃ পাপাচারীই প্রকৃত লাঞ্ছিত ও মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়েছে। আলবিদায়াহ ৮/১৯৫।

এপ্রসংগে আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু ঐসবের অধিকাংশই মিথ্যা ও বানোয়াট বলে বিজ্ঞ আইম্মায়ে কেরাম মত দিয়েছেন। কেননা ওরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে লড়াই করেছিল নিজেদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর তারা সসম্মানে আহলে বাইতের খাওয়াতিনদেরকে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়, দামেশক থেকে তাঁদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে মদীনায় পাঠানো হয়। বরং ইবনে জিয়াদ হুসাইনের হত্যাকারীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল বলেও বর্ণনা আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দেখুন: আলআওয়াসিম মিনাল ক্বাওয়াসিম ২৪০/৪১। আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৩।

ইয়াযীদের দরবারে আহলে বাইত ও শুহাদায়ে কেরামের মস্তক

উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ জুহার বিন ক্বায়েসের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহীর সমভিব্যাহারে শুহাদায়ে কেরামের মস্তক সমূহ এবং আহলে বাইতের অন্যান্য মাননীয় সদস্যদেরকে ইয়াযীদের দরবারে প্রেরণ করল। জুহার বিন ক্বায়েস ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করল এবং শুহাদায়ে কেরামের মস্তক হাজির করল। আহলে বাইতের সাথে কৃত নির্মম ব্যবহারের ঘটনা শুনে ইয়াযীদের দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল, সে বলল: আমি হুসাইনকে হত্যা না করলেও তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিলাম, আল্লাহ ইবনে সুমাইয়া (ইবনে জিয়াদ)কে লানত করুন, আল্লাহর শপথ আমি হলে হুসাইনকে ক্ষমা করে দিতাম, আল্লাহ হুসাইনকে রহম করুন। শহীদের মস্তক দেখে সে বলল: আমি আপনার মুখোমুখী হলে আপনাকে হত্যা করতামনা। তার হাতে একটি ছড়ি ছিল, সেটি দিয়ে সে শহীদের দাঁতে স্পর্শ করে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করল, দরবারে উপস্থিত বারযাহ আসলামী বললেন: আল্লাহর শপথ আপনার ছড়িটি এমন একটি স্থান আঘাত করেছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে মুখ লাগিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। কিয়ামতের দিন হুসাইনের শাফায়াতকারী হবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর তোমার সুপারিশকারী হবে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ। আলবিদায়াহ ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮/২০১

অপর এক বর্ণনায় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মস্তকটি দেখে ইয়াযীদ বলল: ইবনে ফাতিমা হুসাইন দাবী করতেন, তাঁর পিতা আমার পিতা হতে উত্তম, তাঁর মা ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমার মা থেকে উত্তম, তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ আমার নানা অপেক্ষা উত্তম এবং তিনি আমা অপেক্ষা উত্তম ও খেলাফতের অধিকতর হকদার! তাঁর কথা আমার পিতা অপেক্ষা তাঁর পিতা উত্তম ছিলেন এর ফায়সালা তো আল্লাহই করবেন, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদী, তাঁর কথা আমার মা অপেক্ষা তাঁর মা ফাতিমা বিনতে রাসূল উত্তম ছিলেন ; আল্লাহর শপথ আমার মা অপেক্ষা ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ উত্তম, তাঁর কথা আমার দাদা অপেক্ষা তাঁর নানা উত্তম, শপথ! সেব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে

নাই যে মনে করে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ আছে। কিন্তু যা ঘটেছে তার কারণ হল তিনি ভুলের অভাবে এই আয়াতটি পড়েননি:
" বলুন হে আল্লাহ ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো" এবং " আল্লাহ যাকে তাঁর ইচ্ছা তাকে রাজ্য দান করেন" । আলবিদায়াহ ৮/ ১৯৭।

ইয়াযীদের দরবারে আলী বিন হুসাইন

আহলে বাইতের অবশিষ্ট সদস্যগণ এবং শুহাদায়ে কেরামের মস্তক সমূহ ইয়াযীদের দরবারে হাজির করা হলে ইয়াযীদ দেশের নেতৃবর্গকে ডেকে পাঠাল, অতঃপর আলী ইবন হুসাইন সহ আহলে বাইতের সদস্যদেরকে তথায় হাজির করল, ইয়াযীদ আলী বিন হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলল: তোমার পিতা আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আমার হক্ব সম্পর্কে বেখবর থেকেছেন, এবং আমার হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, এজন্যেই আল্লাহ (তোমাদের) এই পরিণতি করেছেন। আলী উত্তর দিলেন: " পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসেনা; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। " সূরা হাদীদ : আয়াত ২২। ইয়াযীদ তার পুত্র খালিদকে আলী বিন হুসাইনের জবাব দিতে বলল। খালিদ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন ইয়াযীদ বলল: "তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।" সূরাহ শুরা : আয়াত ৩০। কিছুক্ষন নীরব থেকে ইয়াযীদ খাওয়াতিনদেরকে হাজির করতে বলল। তাঁরা হাজির হলে তাঁদের বেহাল অবস্থা দেখে বলল: আল্লাহ ইবনে মারজানাকে হালাক করুন, এদের সাথে তার সামান্যতম আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে সে এমন আচরণ করতনা এবং এই অবস্থায় তোমাদেরকে পাঠাতনা। আলবিদায়াহ ৮/ ১৯৬।

আহলে বাইতের সাথে ইয়াযীদের ব্যবহার

আহলে বাইতের মহিলারা যখন ইয়াযীদের দরবারে নীত হোন, ফাতিমা বিনতে হুসাইন বলেন: হে ইয়াযীদ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়েরা আজ বন্দীনী! ইয়াযীদ বলল: হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! আমার এটা পছন্দনীয় ছিলনা। খাওয়াতিনদেরকে অন্দর মহলে রাজকীয় মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল। রাজপরিবারের মহিলাগণ ঘটনা শুনে, অবস্থা দেখে বিলাপ করে কাঁদলেন। তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন অব্যাহত থাকল। ইয়াযীদ দুপুরে কিংবা রাত্রে খাওয়ার সময় হলে আলী বিন হুসাইন এবং তাঁর ভাই উমর বিন হুসাইন ছাড়া খাবার খেতেন না। একদা ইয়াযীদ পুত্র খালিদকে দেখিয়ে ছোট্ট বালক উমর বিন হুসাইনকে বললেন: তুমি কি ওর সঙ্গে লড়াই করবে? উমর বললেন: আমাকে একটি চাকু আর ওকে আরেকটি চাকু দিন, তারপর লড়াই হবে।

আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, ১৯৭/১৯৮।

আহলে বাইতের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইয়াযীদ আহলে বাইতের সদস্যদেরকে মদীনায় ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল। পরিমিত পরিমাণ উপহার সামগ্রী দিয়ে বিশ্বস্ত একজন লোক সাথে দিয়ে তাঁদেরকে মদীনায় পাঠান হল। বিদায় বেলা ইয়াযীদ আলী বিন হুসাইনকে বলল: আল্লাহ ইবনে সুমাইয়াকে হালাক করুন, আল্লাহর শপথ, আমি যদি তোমার পিতার মুকাবেলা হতাম তবে তাঁর যে কোন দাবী আমি পূরণ করতাম, আমার কতিপয় সন্তানাদির বিনিময়ে হলেও আমি তাঁর মৃত্যুকে প্রতিহত করতাম। কিন্তু তুমি তো দেখেছ আল্লাহর কি ফায়সালা। তোমার যে কোন প্রয়োজনের কথা আমাকে লিখবে।

খালিদ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁদেরকে মদীনায় নিয়ে এলেন। খালিদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আহলে বাইতের মহিলারা তাঁকে নিজেদের অলংকারাদি উপহার দিতে চাইলেন। খালিদ বললেন: আমি এই কাজটি একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপনাদের সম্পর্কের কারণেই করেছি, বদলা চাইনা। আলবিদায়াহ ৮/১৯৭/

হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ক্ববর শরীফ ও মস্তক মুবারক

জালিমগণ হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জবাই করে মস্তকটি নিয়ে যায়। একইভাবে তাঁর সাথীদের মস্তকও তারা নিয়ে গিয়েছিল। হুসাইন যে জায়গায় নিহত হোন সে জায়গার মাটি তাঁকে আপন করে নেয়, এমনকি তাঁর কোন চিহ্নও সেখানে অবশিষ্ট ছিলনা। এজন্য হুসাইনের কবর ঠিক কোন জায়গায় একথা সঠিক কেউ জানেনা বলে অনেক আইম্মায়ে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন। তবে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরের কোন এক জায়গায় একথাটি নিশ্চিত। তাঁর মস্তকটি ইয়াযীদের দরবারে পাঠানো হয়েছিল কি না, এব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। তবে বহুল বিদিত বর্ণনা মুতাবেক ইয়াযীদের দরবারে পাঠানো হয়েছিল। মস্তকটি কোন জায়গায় দাফন করা হয়েছিল এনিয়েও অনেক মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, মস্তকটি ইয়াযীদের খাজানায় সংরক্ষিত ছিল, ইয়াযীদের মৃত্যুর পর মস্তকটি দামেশকের ফারাদীস এলাকার কোন এক স্থানে দাফন করা হয়, যে স্থানটি মসজিদে রাস বা মাথার মসজিদ নামে বিখ্যাত। আবার কেউ কেউ বলেন মস্তকটি সুলতান সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করেন। মস্তকটি মিশরে দাফন করা হয়েছে বলেও দাবী করা হয়, ঐ স্থানটিকে তাজুল হুসাইন বলা হয়। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ইয়াযীদ হুসাইনের মস্তকটি মদীনার গভর্নর আমর ইবনে সা'দের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, সা'দ জান্নাতুল বাকীতে হযরত ফাতিমার কবরের কাছে তা দাফন করেন। আলবিদায়াহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৫/০৬/

সমাপ্ত

পরবর্তী বই

হুসাইন হত্যাকারীদের ভয়ঙ্কর পরিণতি

